ব্যাপিকা-বিদায়

(প্রমোদ-প্রহসন—Farcical Comedy)

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত ।

প্রথম অভিনয় রজনী—

মিনার্ভা থিয়েটার

২৫শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩ সাল ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য ৸৹ বারো আনা]

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেনস্থিত
বেদান্ত প্রেস হইতে
শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।



শ্রীঅমৃতলাল বসু—১৩৩২

চিরপূজ্য বর্ত্তমানবঙ্গের বিদগ্ধপুরুষ ও বঙ্গীয়

নাট্যকলার প্রথম প্রতিপোষকাগ্রগণ্য,

মহারাজা স্যার

যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুরের

রাজেন্দ্র সম্মান সহ শিষ্টাচার মিষ্টপ্রকৃতি

প্রভৃতি বহুগুণের উত্তরাধিকারী

মহারাজা স্যার

প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর বাহাদুরের

অমায়িক স্নেহপ্রীতি স্মরণে

তাঁহার গৌরবান্বিত নামে

এই ক্ষুদ্র দৃশ্যলীলাখানি,

উৎসর্গ করিয়া

আপনাকে

কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম।

নাট্যকার।

পাত্র-পাত্রী।

মিষ্টার পুষ্পাবরণ রায়।
,, জটিলেশ্বর ভাদুড়ী।
শ্রীযুত সঞ্জীব চৌধুরী।
শ্রীঘনশ্যাম সিক্‌দার।
শ্রীধর ঠাকুর।
ব্রজ বাবুর্চ্চি।
বেহারা।

মিসেস্ মিনি রায়।
,, লীলা লাহিড়ী।
,, পাক্‌ড়াশী।
চমৎকার।
ঝি।

ব্যাপিকা-বিদায়।

প্রবেশক।

কলিকাতা।

(মিঃ রায়ের বাটীর বৃক্ষলতাদিবেষ্টিত তৃণভূমি-সম্মুখীন পশ্চাদ্ভাগে উপরে উঠিবার সিঁড়ির অলিন্দ। দোতলায় বারাণ্ডা; নীচে অলিন্দের উপর ঠেস্-ওয়ালা বেঞ্চ্, হ্যাট্-ষ্ট্যাণ্ড, ষ্টিক্-র‍্যাক্, ফুলের টব্ প্রভৃতি। দৃশ্য অপসরণে উপরের বারাণ্ডায় মিঃ রায় ও মিনি রায় দৃষ্ট; রায়ের বাহু মিনির কটিতে বেষ্টিত; মিনি একটি বটন্‌হোল্ রায়ের ভেষ্টে পরাইয়া দিতেছে।)

মিঃ রায়। এইবার যাই ?

মিনি। ‘আসি’ কথাটা-ও কি পৌত্তলিকতা ?

রায়। আমি কি প্রতিমা-পূজার নিন্দা করি ?

মিনি। তবে ?

রায়। আসি—আসি—আসি !

মিনি। পুরস্কার—এই—এই হাসি।

রায়। আর কিছু না?

মিনি। (মুখ ফিরাইয়া) কতবার? যাও!

রায়। এইতো তুমি যাও ব'ল্লে।

মিনি। ও কি 'যাও'-এর 'যাও'।

রায়। তবে?

মিনি। অর্থহীন।

রায়। (সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামিয়া) আজ তো তোমার মা আস্‌বেন?

মিনি। ঠিক নেই; 'তার' পাইনি কিছু।

রায়। গান টান গেয়ে খানিক···শীগ্‌গির ফির্‌বো; আজ তো ছুটী;··· (নামিতে নামিতে) তবে...একটা বড় অর্ডার—(নীচে নামিয়া মিনির প্রতি দৃষ্টি)।

মিনি। (লঘু-চরণে নীচে নামিতে নামিতে আনন্দে গীত)

ওগো তাড়াতাড়ি পা যে বাড়ালে.
পা যে বাড়ালে!
তবে যেতে যেতে কেন দাঁড়ালে,
কেন দাঁড়ালে?
বল বল পষ্ট,
হয় কি গো কষ্ট,
মোড় ফিরে গলিটুকু ছাড়ালে,
গলিটুকু ছাড়ালে;—

গলিটুকু ছাড়ালে,

গলিটুকু ছাড়ালে,

গেলে নয়নের আড়ালে।

মন চুপি চুপি,

বলে 'রুপি' 'রুপি',

সো স্থইট্ কিস্

সচ্ এ্যজ দিস্ (বাতাসে চুম্বন ভঙ্গি ; রায়ের অগ্রসর হওয়ার উপক্রমে মিনি পশ্চাতে সরিয়া)

ঈস্—ঈস্—ঈস্!

ফিনিস্ ফিনিস্ ;—

মনে নাস্তি নাস্তি রাস্তা মাড়ালে,

অই রাস্তা মাড়ালে।

রায়। (স্থরে) If he had time,

One could rhyme,

তুমি তাড়ালে—তাড়ালে—তাড়ালে।

(গমনোদ্যত)

(মিনির মুখশব্দে হাঁচির অভিনয়)

রায়। এই···বাধা দিলে ?

মিনি। সাহেব ! হাঁচি-টিকৃটিকি মানো নাকি ?

রায়। আগে মানতেম্ না, এখন মানি।

মিনি। বটে! ক্রমে বাবুর্চ্চিকে জবাব দেবে দেখ্‌ছি।

রায়। না। আগে কোন লোকসানের ভয় ছিল না, এ প্রাণের-ও কোন মূল্য ছিল না; এখন একটী গোলাপকে স্নেহ-জলে চিরপ্রফুল্ল রাখার ভার এই প্রাণের উপর।

মিনি। (সহাস্যে করতালি দিয়া) ওহো, পইট্রি! পইট্রি! কবিতা! সাবধান, যেন 'নোবল্‌-প্রাইজ' পেয়ে ব'সো না।

রায়। (মিনিকে আলিঙ্গন করিয়া বেঞ্চে বসাইয়া) আমি NOBLER প্রাইজ পেয়েছি মিনি! মিনি মিনি মিনি, মাই নোবল্‌…নোবল্‌… নোবলার্‌—

মিনি। Cobble...Cobble...Cobbler.

রায়। Warbler!

মিনি। কি টম্‌ব্লার—

রায়। অফ্‌ শ্যাম্পেন্‌! মাতাল ক'রেছ মিনি, মধুর শ্যাম্পেনে।

মিনি। Naughty! এখন এস; আমার কবিতা ক'ল্লে চ'ল্‌বে না, কিঞ্চিৎ গদ্য অধ্যয়ন ক'র্ত্তে হবে।

রায়। যথা—— ?

মিনি। শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গে মৎস্য-পুরাণ আর ব্রজ বাবুর্চ্চির কাছে প্রাণীবৃত্তান্ত আদি পাঠ, তা ছাড়া…ভাল কথা, লীলা যে আমায় ডাক্‌তে আস্‌বে।

রায়। মিসেস্‌ লাহিড়ী? কি—কি—

মিনি। ভয় কিসের, সে কি আমায় ইলোপ্‌ ক'র্বে নাকি? শপিং— শপিং।

রায়। সে তো তোমাদের পোইট্রি; কি কিন্‌তে হবে?

মিনি। ব'ল্‌বো কেন?

রায়। গোপন? আচ্ছা, আমি-ও কখনো কিছু গোপন ক'র্লে কোপন-ভাব প্রকাশ ক'র না।

মিনি। গোপন গোপন গোপন, কলহের বীজ রোপণ।

রায়। কলহ! Really—একদিন একটু ঝগ্ড়া কর না, কেমন লাগে দেখি; প্রায় এক বছর হ'লো, এমনি কপাল যে একদিন-ও একটু ঝগ্ড়া শুন্‌তে পেলেম না।

মিনি। আচ্ছা খানিক ঘুরে এস, আমি ততক্ষণ একটা ঝগ্ড়ার প্রবন্ধ লিখে রাখি।

(মিনির সোপান আরোহণ;—মিঃ রায়ের টুপি ছাতা লইয়া প্রস্থান; দৃশ্য শেষ।)



পূর্ব্ব-চিত্র।

(অভ্যর্থনা-গৃহ। মধ্যস্থলে বাম-দক্ষিণ-ব্যাপ্ত কাষ্ঠ-আবরক দ্বারা বিভক্ত; বিভাজক প্রাকার, মসৃণ উজ্জ্বল কারুকার্য্যযুক্ত, দুইধারে সঙ্কীর্ণ ও মধ্যে প্রসর মুক্তপথ; অবকাশস্থল সুদৃশ্য পটাচ্ছাদিত। সম্মুখ ও পশ্চাতের গৃহ বিবিধ বিচিত্র আসনাদিতে সুসজ্জিত। সম্মুখে এক কোণে একটী পিয়ানো, অন্যকোণে মহিলাব্যবহারোপযোগী লিখিবার টেবিল ও চেয়ার; পশ্চাদ্গৃহের দিকে চাহিলে ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় লিখনাদি কার্য্যের সরঞ্জাম ও পুস্তাকাধার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।)

গৃহকর্ত্রীর প্রিয় সেবিকা "চমৎকার" টেবিল ত্রিপদ আদিতে রক্ষিত "এটা-ওটা" সুন্যস্ত ও পরিষ্কৃত করিতে করিতে আপন মনে গাহিতেছে;—

চমৎ। গীত।

ভুলো না চোখের জলে,
বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসে।
রূপের মোহে চোখের নেশা,
দু'টী দিন ভালবাসে॥

পরিয়ে শিকল বিকল করে,
শেষ বাকি জীবন আঁখি ঝরে,
দেখ্‌লুম্‌ কত শুন্‌লুম্‌ কত ফুল শুখুলো সুখ আশে ॥

(তাল্‌ ফেরতা) শারদ পূজার পবিত্র পবন,
আমার কিশোর কুমারী জীবন,
শেফালী ফোটায়, সৌরভ ছোটায়,
শশীর ঘটায় গগন হাসে।
মন্দ মন্দ ধূপ গন্ধ নন্দিত পবনে ভাসে ॥

কেউ কোথা-ও নেই, খাই খাটি শুই, খাট্ পালঙ কি ভুই ; নেই মান অপমান, সব-ই সমান সব-ই সমান। পেটটি আছে ছোট-খাট, হ'লেই হোল—দু' এক মুঠো ; গতরে নইকো টুঁটো, গ'লে প'ড়িনি ভাড়তে ফুটো। আবার মিলেচে যে মনিব ঠাক্‌রুণ, তাঁর শরীরে অনেক গুণ—

(মিনি পশ্চাৎ হইতে প্রবেশান্তর চমৎকারের পৃষ্ঠে মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করিয়া)

মিনি। ক'র্‌তে পারেন মেরে খুন, পানে থেকে খ'স্‌লে চুণ।

চমৎ। (সচকিতে) কে গো !—ও—ও তা বৈ কি, আমার মা না !

মিনি। মা কি মেয়েকে মারে না ?

চমৎ। সে যে মিষ্টি, ভারি মিষ্টি ;—আমার একটু একটু মনে পড়ে।

মিনি। চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইচি, আমার বলে মনে পড়ে, কেন আমি কি মরিচি নাকি ?

চমৎ। প্লিজ্ মা—প্লিজ্ মা, ও কথা মুখে এনো না, আমি কেঁদে ফেল্‌বো; আমার পল্‌সাটিলার ধাত্।

মিনি। কিসের ধাত্?

চমৎ। পল্‌সাটিলার, গাঙ্গুলী মেম্ হোমিওপ্যাথী করেন কিনা; আমি কারুর কিছু হ'লে একটুতে কেঁদে ফেলতুম্ তাই আমার অই পল্‌সাটিলার ধাত্ ব'ল্‌তেন।

মিনি। মিসেস্ গ্যাঙ্গুলী ডাক্তারি-ও জানেন?

চমৎ। আমি-ও ব'লে দিলে ওষুধ বেছে দিতে পার্‌তুম্। আমায় ইংরিজি ব'ল্‌তে, ছুঁচের কাজ ক'র্‌তে, গান গাইতে, সব-ই শিখিয়েছিলেন। খুব ভাল মা, খুব ভাল; অনেকটা আপনার মত।

মিনি। না, পরমেশ্বর রক্ষা করুন! আমায় যেন তাঁর মত না হ'তে হয়।

চমৎ। ও—সে...তা শুনেছি মা, তাতে মেম সাহেবের বেশী দোষ ছিল না; মেমের মা বাড়ীতে ঢোক্‌বার পর থেকে-ই নাকি সাহেবের সঙ্গে খ্‌টিনাটী ক্রমে ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটী আরম্ভ হয়; শেষ সাহেব জ্বালাতন হ'য়ে রেঙ্গুনে প্র্যাক্‌টিস্ ক'র্‌তে যান; সেখান থেকে মাসে তিন শ'টাকা খর্‌চা পাঠান, চিটী-টিটী পর্য্যন্ত লেখা বন্ধ; তিনশোতে কি ওঁর চলে, তাই গান শেখান। ওঁর মা শুনেছি ভারি দর্—দর্—

মিনি। কি ব'ল্‌বে বল না।

চমৎ। দজ্জালকে কি ইংরিজীতে Shrew বলে মা?

মিনি। আমি ও কথার বাংলা ইংরিজী কিছু-ই শিখিনি। সব মা-ই কি দুষ্ট হয়? এই আমার মা আস্‌ছেন, দেখো কেমন মার মতন মা। তিনি আস্‌বেন শুনে অব্‌ধি তোমাদের সাহেবের যে আহ্লাদ! ওঁকে যে মা বড্ড ভালবাসেন। আমি কখনো মা'র কাছে বেশী থাক্‌তে পাইনি;

লোরেটো থেকে যে ক'দিনের তরে বাড়ী আসতুম্, মা কাছ ছাড়া ক'র্‌তেন না, তবু বাবা তেমন কিছু রেখে যেতে পারেন নি ব'লে,···তুমি নীচে একটু অপেক্ষা কর তো চনি, মিসেস্ লাহিড়ীর আসার কথা আছে।

(চমৎকারের প্রস্থান)

মিনি। (বাদ্যযন্ত্রের নিকট বসিয়া আপন মনে কিঞ্চিৎ কাল বাদন)

শ্রীধর ঠাকুরের প্রবেশ।

শ্রীধর। ম্যাম্ সাহেব-অ সাঁঝকু কি রন্ধনা করিমু ?

মিনি। কি আছে তোমার ?

শ্রীধর। লক্ষ্মী-ম্যাম্ আচ আপনি, আপন ঘরকু অভাব কি ? পোহোড় মাছ অছি, ডিম্ব ফাটি পড়ুচি ; সকালে কু ভেটকি রন্ধনা করুচি ; বেশ ডাগর কঁটা খণ্ড রহুচি, কপি অছি—মটরশুঁটী রহুচি,—আর—

মিনি। তা হ'লে ঐ পার্‌সে ফ্রাই করগে', ফ্রাই বোঝ তো ?

শ্রীধর। বুঝুনা ? সাত বৎসর-অ মেদ্দিনপুর ব্যারিষ্ট ডে সাহেবো ঘর কাম করুথিলি,—শ্রীধরঠকুর ফ্রাইয়ে বুঝুনা ! কাল-ক রোই মাছ নি কিরি আসব, বেণীঘর ভেদি কিরি কিমিতি ফ্রাইয়ো ভজিব—আপনি দ্যাখব মা।

মিনি। আচ্ছা তাই ক'রো, আর সোণা মুগের ডাল রাঁধ্‌বে—

শ্রীধর। পিঁয়াজ দেই কিরি ?

মিনি। হ্যাঁ ; খয়রা মাছ থাকে তো একটু অম্বল রেঁধো। আর সাহেবের জন্যে ভাল ক'রে দু'চার খানা পরেটা ভেজো। বাবুর্চ্চিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও।

(শ্রীধরের প্রস্থান)

মা এলে আর এ সব ঝঞ্ঝাট্ আমাকে ভুগ্‌তে হবে না। মা'র হাতের পরেটা খেলে—

(ব্রজ বাবুর্চ্চির প্রবেশ)

ব্রজ। ডিনারের হুকুম গ্যাবেন নাকি ম্যাম্ সাব ?

মিনি। টমেটো আছে ?

ব্রজ। আন্‌ছা থুইচি না ?—টমেটো—লসুন—পুদিনা—ছালাদ্—শাল গেরাম্ ঝা বানাতে কইবেন, বেনিয়ে দিমু।

মিনি। তা হ'লে কাল্‌কের যা মেনু ছিল আজ-ও তাই থাক্‌বে। খালি টার্‌নিপ আর টম্যাটো দিয়ে খানিক্‌টা বেকন্ তৈরী ক'রো। কাল ডিনার ক'র্‌তে ক'র্‌তে সাহেব বেকনের কথা ব'ল্‌ছিলেন।

ব্রজ। পুডিন্‌টা কিসের হব ?

মিনি। পুডিং—পুডিং—আজ পুডিং থাক ; মিসেস্ বোস খুব ভাল রসগোল্লা আর দই পাঠিয়েছেন, তাই ডিনারের সঙ্গে দিও। ওঃ… কম্‌লা আছে ?

ব্রজ। শ্রীধর ঠাকুর নিয়ে আস্‌চে জানি।

(ব্রজের প্রস্থান)

মিনি। আচ্ছা যাও।

মা এলে ক্ষীর-কম্‌লা করাটা শিখে নোবো। কখন আস্‌বে গো—কখন আস্‌বে গো—Oh my ! বড্ড ভুলে গেছি তো। বাবুর্চ্চি বাবুর্চ্চি !

(ব্রজের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজ। মোরে ডাহেন ?

মিনি। হ্যাঁ—ভুলে গেছলুম্ আজ একটী বাইরের সাহেব আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন, মুর্‌গী-রোষ্ট ছাড়া অন্য কিছু দু'টো সাইড্‌ডিস্ ক'রো ; পুডিং-ও চাই,…ভার্‌মিসিলী আছে ?

ব্রজ। অইবার পারে; বাহুরী সাব এসেন তো ওলসরাবর তাজা বেনিয়ে দিতে অইব, প্যাগের সাথে চাবাইবেন।

মিনি। ওঃ ওয়েলস্ র‍্যাবিট্, আচ্ছা; আর ঠাকুরকে-ও একবার আস্‌তে ব'লো।

(ব্রজের প্রস্থান, শ্রীধরের প্রবেশ।)

শ্রীধর। আস্থছি মা।

মিনি। ও ঠাকুর, মা আস্‌ছেন শুনেছ?

শ্রীধর। হাম্বর মা জননী—সুভদ্রা মাতা, আপুনি সমুখে অছ।

মিনি। না না, আমার মা।

শ্রীধর। আপুনি মা সাক্ষাৎ লক্ষী অছ, পরন্ত মা,...লক্ষীর মা—সমুন্দর—হাঙ্গর—কুম্ভীর—তুফান—তরঙ্গ।

মিনি। না না শ্রীধর, আমার মা বড় ঠাণ্ডা। আমি এখন-ও কোন 'তার' পাইনি, আজ-ও পৌঁছুতে পারেন কাল-ও আস্‌তে পারেন; এলে—চৌধুরী মশায়ের খাবারের সঙ্গে তাঁর যা হবার তা হবে—

শ্রীধর। আপন মা বিধবা পরা?

মিনি। হ্যাঁ, তবে...তাঁর...বুকের অসুখের জন্যে ডাক্তারে একটু আধটু মাছ কি মাংসের সুরুয়া—

শ্রীধর। বুঝল মা বুঝল,—মু বুঝল।

মিনি। ব'ল্‌তে ভুলেছিলুম, আজ একজন বাইরের সাহেব থাবেন, পরেটা দরকার নেই, চারটী পোলাও ক'রো, কিছু ফল-টল বেশী ক'রে আনিয়ে রেখো।

শ্রীধর। হঃ! (প্রস্থান)

মিনি। আজ-ই যদি মা এসে পড়েন, ভাল-ই হবে; ডিনার টিনার টা

আছে, আর তা হ'লে আমি একেবারে ফুলটীর মত হাল্‌কা হ'য়ে—(সুরে) হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ—

(আমি) প্রভাতের প্রজাপতি সেজে রাঙা সাজে,
প্রফুল্ল প্রেমের পাখা আঁকা মন মাঝে ;
বেড়াবো বেশ উড়ে উড়ে,
আলো ক'রে সোণার কুঁড়ে,
তিনি এলে, ধিনি ধিনি ধিনি যেন নেচে নেচে—
না—না—যাবে বুঝি মিনি নিজে যেচে যেচে ;
সে এসে ঝটিতি কটিটি বেড়িয়ে নিতে এলে—
এঁ্যা—তা বৈকি, আমি মুখ ফিরায়ে নেবো লাজে।

(চমৎকারের ত্রস্তে প্রবেশ)

চমৎ। মা-মা ওমা ; পালান,—পালান, ওপরে যান—আমি—আমি—আমি কোথা যাই—

মিনি। চমি ! Not that ; What is it ?

চমৎ। টি টিজ্ টি টিজ্—রাক্ষস ম্যা'ম্—ডে--ডে--ডেভিল—

(মস্তকে অতি উচ্চ হ্যাট্, জানুলম্বিত কোট, ঝল্‌ঝলে প্যাণ্ট সজ্জিত ঘনেশ্যামের প্রবেশ)

ঘনে। মাম্ মাম্—

চমৎ। ঐ এয়েচে এয়েচে—এল্ল এল্ল !

মিনি। Who it is ? ডারোয়ান, ডারোয়ান,—

ঘনে। নট্ ইউ চি-চিস্তে—

চমৎ। (সভয়ে) মা---মাগো—(কম্পিত কলেবরে উর্দ্ধনেত্রে প্রাচীর গাত্রে ঢলিয়া পড়িল)

ঘনে। (শশব্যস্তে নিকটে গিয়া) বাইজোভ্! হিঃ---হিষ্টিরিয়া—এ্যাঁ—এ্যাক ঘটী জল----

চমৎ। না না প্লীজ্; সাম্‌লিচি—সাম্‌লিচি।

ঘনে। ন-নট্ ইউ চি—চিন্তে—পারূছ মামা? আই ইজ ঘ—ঘনেশ্যাম সিকদার; ইওর লেডিসিপ মেটারন্যাল নেফু, ভা—ভাগ্‌নে। মামা স্যার্ goned where?

মিনি। ঘনেশ্যাম! তুমি এতদিন পরে কোত্থেকে এলে?

ঘনে। পচ্চিম্ গেছ্‌লাম্; পুরী—

মিনি। (ঈষৎ হাসিয়া) পুরী পশ্চিম নাকি?

ঘনে। ইয়েস্—সুইসাইড্ হোটেলে ছিলুম্।

মিনি। সি-সাইড হোটেলে ছিলে ব'লে এই অপরূপ পোষাক প'রেছ নাকি? নইলে আগে তো তুমি বাংলা কাপড় প'রতে। চমি তোমায় দেখে ভয় পেয়েছিল বস; ও আগে তোমায় দেখেনি—তার উপর ঐ পোষাক।

ঘনে। কেন, মামা-ও-তো—সা-সা-সা---

চমৎ। সাহেবী পোষাকে বাহিরে যান? তা তাঁর—আমার বাবার কি ঐ মূর্ত্তি! তিনি জেণ্টল্‌ম্যান্।

ঘনে। আর—আমি কি লেডী? এই চেহারা আগে---সাইক্ কাত্তিক! পোড়ে——

মিনি। ছেলেবেলায় একটা কি আঘাত পেয়েছিলে না?

ঘনে। আট বছর বয়েসে জা-জা-জাম্ রু-রু-রু—

চমৎ। রুল; জামরুল গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন?

ঘনে। ঠিক ব'লেচ ; মামি, স্ত্রী—স্ত্রীলোকটী খুব খুব—বু-বু-বু—

চমৎ। ধিমতী : কেমন ?

ঘনে। ঠিক ঠাউরেছ। (উচ্চহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ !

চমৎ। (চমকিত) ও বাবা !

ঘনে। ভেরি গুড্ বয়।

চমৎ। অত উঁচু গাছ থেকে প'ড়ে বেঁচে গেলেন ?

ঘনে। মূল্যবান জীবন ; ভারত সন্তান। রক্ত প'ড়্‌লো না—কিন্তু বাঙালী মাথা বিগ্‌ড়ে মি-মিলিটারী—হ'য়ে গেল।

মিনি। মিলিটারী মাথা হ'লো !

ঘনে। ধনুষ্টঙ্কার—হ—হ'লো কিনা ; ও-ওটা মি-মিলিটারী—ডি-ডি—

চমৎ। ডিজীজ্ !

ঘনে। ন্যাচার্য়াল্। কথা কইতে কখন কখন যে—ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ হয়, আর একটু—বা-বাধে তা—

মিনি। তোমার মামা বলেন ঘনেশ্যাম আবার লেক্‌চার দেয়।

ঘনে। (সহাস্যে) ফরোয়ার্ড—প'ড়েচেন বুঝি ? পো—পোত্রিকা—সব ছাপেনা ঠাট্টা করে ; যশুরে কিনা ন'দেকে হিংসে করে।—আমি ব'ল্‌তে উঠ্‌লে আর কা—কা—কা—

চমৎ। কাউকে ব'ল্‌তে দেন না।

ঘনে। ইনি কে মামী,—হু ইজ ইট্ ?

মিনি। চমৎকার—আমার মেড্ ; একটু লেখাপড়া জানে, আমার মেয়ের মতন।

চমৎ। মাইনে নিয়ে চাকরী করি তবু আমায় মায়ের মতন স্নেহ করেন।

ঘনে। মামী আমার কত বড় জেণ্টেল্‌ম্যান! আর তোমায় কে না স্নেহ ক'র্‌বে! মামী, হি ইজ্‌ দিদি? না আমি ইজ্‌ দাদা?

মিনি। দেখে বুঝ্‌তে পার্‌চো না, তোমার চেয়ে কত ছোট?

ঘনে। আমার চেয়ে-ও ছোটটি কউ আছে?

মিনি। ঘনেশ্যাম, তুমি বড় ভাল।

ঘনে। ঐ তুমি বল মামী; আর সবাই বোকা বলে। সে...সে..সেক্রেটারী খালি...খাটিয়ে নেয়। কতদিন মিউনিসিপেলে... চাকরি ক'রে দেবে ব'ল্‌চে তা খা-খালি হ'লে-ই বলে এ্যাখোনো ...নোয়াখালির নোক বাকি আছে...ন'দের টর্‌ন্‌ এলে তোমার হবে। মামা ক-কখন Come back —return house?

মিনি। এখুনি আস্‌তে পারেন, খানিক দেরী-ও হ'তে পারে।

ঘনে। কাম্‌-রাউণ্ড? ঘুরে আস্‌বো?

মিনি। তা এসো। একটু কিছু খেয়ে যাবে না?

ঘনে। এসে ডি—ডি—ডি—

চমৎ। ডিনার ক'র্‌বেন্‌ ব'ল্‌চেন্‌ বুঝি?

ঘনে। হাঁ,...থ্যাঙ্কু মিস্‌ চ—চ—চ—

চমৎ। মৎকার!

(নেপথ্যে দরোয়ান কণ্ঠোচ্চারিত "ঠাহার যাইয়ে বড়া মেম্‌ সাব" "ঠাহার যাইয়ে, হাম খবর দে" ও মিসেস্‌ পাকড়াশীর "হ-অট্‌ যাও, হ-অট্‌ যাও" বলিতে বলিতে প্রবেশ)

মিনি। (সাহ্লাদে) Oh! Oh! Mammy! Mammy Dear! (মিসেস্‌ পাকড়াশীকে বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন। ঘনেশ্যাম ও চমৎকারের পশ্চাৎদিকে অপসরণ)

মিসেস পাক্। My pet! My pet! Won't you kiss me, my Bardie?

মিনি। ও! (মাতৃ মুখচুম্বন) ওয়ান, টু, থ্রী, ফোর্...more ম্যামী more? আমি তোমার সেই...মিন্...মিন্...মিনি। এস মা বসি।

(উভয়ের সোফায় উপবেশন মিসেস্ পাকড়াশীর হস্তস্থ পাখা ব্যজন)

ঘনে। (পশ্চাতে জনান্তিকে) মা—মা; কার মা?

চমৎ। (ঐ) আপনার মামীর। ঠিক যেন তাদের ছবি, মুণ্ডু আর চৌকো একটা খোল পরা গা।

ঘনে। কয়লার বস্তা।

চমৎ। চুপ্।

পাক্। What a horrid house this yours মিনি? ভয়ানক বাড়ী ভয়ানক গেটের পাশে-ই দু'ধারে যত জঞ্জাল—

মিনি। ও যে সব—টিউব—তার—প্লেট, তাঁর কাজের জিনিস; ভুলোনা মা তিনি ইলেক্ট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার।

পাক্। (শ্লেষব্যঞ্জকভাবে) ই-ন্-জি-নি-য়ার! As if I... ইঞ্জিনিয়ার; মিঃ মিটার ছিলেন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার; Twelve hundred...বারোশ' টাকা মাস...কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বোধ করি তোমার বিছানা-ঘরে-ও দু'চারটা পোষ্ট আছে। আমি এখুনি সব টাইডি ক'রবো, or I shall know...আর চাকররা একদম... কতকগুলো কৌড়ি নিয়ে, ঐ নিমগাছের নীচে ব'সে...

মিনি। তা মা, কাজ কর্ম্ম সেরে গরীব ওরা একটু খেলা টেলা ক'র্‌বে না?

পাক। গরীব! How I hate! কি ঘেন্নার কথা ঐ গরীব!

গরীবের আবার খেলার সখ! চাকর—ভৃত্য—দাস—Servant, খেল্‌বে, মনিবের বাড়ী ব'সে ?

মিনি। একটু জিরোবে তো!

পাক্‌। জিরোবে, আরাম ক'র্‌বে জেণ্টল্‌ম্যান,—যদি বাড়ীর লেডি তাঁকে অনুমতি দেন। চাকর তো কাজের কল; কাজ কর্‌বার জন্য-ই তার হাত পা তৈরী হ'য়েছে, তার কখনো মন ব'লে একটা বস্তু থাকতে পারে না।

ঘনে। (পশ্চাতে জনান্তিকে) মাতাল নাকি ?

চমৎ। (ঐ) চুপ্‌।

ঘনে। গরীবের ওপর কি দঁরদ দেখ না।

চমৎ। আপনার কি গরীবের ওপর দয়া হয় নাকি ?

ঘনে। হয় না! আমি নিজে গরীব।

চমৎ। দেখ্‌ছি আপনার মুখের সঙ্গে মন মেলে না।

ঘনে। মনে তো আর ধনুষ্টঙ্কার হয় নি।

চমৎ। সত্যি; দেখ্‌ছি আপনার মন মুখ বেঁকায় নি।

পাক্‌। পুষ্পবরণ কোথা ?

মিনি। আফিসে।

পাক্‌। আফিসে ? আজ না Sunnay ?

মিনি। ওহো, ভুলে ব'লেছি মা, আজ তো র'ব্‌বার্‌-ই বটে। কোথা একটা কনট্র্যাক্টের অর্ডার আছে, সেইখানে গেছেন। তুমি আস্‌ছ শুনে তাঁর যে আহ্লাদ মা!

পাক্‌। তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ আমি ভারি Independence, স্বাধীনতার ষ্ট্যাচু—প্রস্তর মূর্ত্তি ? কেবল তাকে Oblige ক'র্ত্তে-ই আমি

ঘনে। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে—দিদিমা। (প্রণামের জন্য কিঞ্চিৎ নত হইয়া) নো মোর—দিদিমা, নো মোর,—গ্যালিস্ ভেরি টাইট্, নো মোর্ হেঁট্; লেগ্ আপ্; গিভ্ পায়ের ধূলো।

মান। ঐ হ'য়েচে ঘনু, ঐ হ'য়েচে। এসো মা, এর পর চেনা পরিচয় হবে।

(মিনি ও মিসেস্ পাকড়াশীর প্রস্থান।)

চমৎ। (আত্মগত চিন্তিতভাবে) ব্যাড্—ব্যাড্—ব্যাড্!

ঘনে। কি?

চমৎ। ভাল নয়! ভাল নয়! জমাট্ কালো মেঘ...ঝড় না তুল্লে হয়।

ঘনে। ভা—ভাব্চো—কি?

চমৎ। ভাব্চি——; তুমি কিছু ভাবো না?

ঘনে। কার জন্যে ভা—ভাব্বো? তবে মা—মামা—মা—

চমৎ। মামা মামীর জন্যে ভাবো?

ঘনে। ইয়েস্, মামা ভে—ভেরি গুড, কি—কিন্—

চমৎ। কিন্তু——

ঘনে। মামী গুড্—বেটার—বেষ্ট্। কি...ই...ই——

চমৎ। কিন্তু——

ঘনে। ভাবি দেশের জন্যে।

চমৎ। কেন দেশের কি হ'য়েচে; কোথায় আপনার দেশ?

ঘনে। ইন্ডিয়া।

চমৎ। ওহো, ভারতবর্ষ!

ঘনে। হ্যাঁ-এ্যাঁ! তা—তা ও নাম্টায়... ইন্ডিয়া—এ্যা—এ্যাকটা জোর Punctuation।

চমৎ। বটে!

ঘনে। (গান ধরিলেন) আমার জন্মভূমি—আমার জন্মভূমি। স—ক-ল দেশের সে—এ—সেরা—আ—আ—আ-মার জ—ন—ম—ন্ম—ভূ—ভূ—উ—মি——

চমৎ। চুপ্, চুপ্, রাস্তার ধারে বাড়ী।

ঘনে। আমার ফিলিংস্ এসেছে, ফিলিংস্ এসেছে।

চমৎ। আপনি তা হ'লে একজন পেট্রিয়ট্!

ঘনে। সেকেণ্ড-কেলাস্ সেক্‌সন্-বি।

চমৎ। (সহাস্যে) সে কি?

ঘনে। ফাষ্ট-ক্লাস্ পেট্রিয়টদের মোটার আছে। সেকেণ্ড্-ক্লাস্ সেক্‌সন্-এ—ট্রাম। সেক্‌সন্-বি.—ট্যাঙোস্ ট্যাঙোস্। হ্যাট হাফ্ প্রাইস, কোট্ চাঁদনি——

চমৎ। চুপ্ চুপ্, আর ব'ল্‌তে হবে না, বুঝিচি। তা' এ সব পরা কেন?

ঘনে। খদ্দরের ঢাকাই উঠেচে, শাল উঠেচে, এখন—ব—অনাং কাশ্মীরী টাশ্মীরী উঠ্‌লে-ই—

চমৎ। খদ্দর-সাহেব হবেন?

ঘনে। বেশ কথা বের কোরেচো; সেক্রেটারীকে বোল্‌বো—English mind, Bengal body। ঐ দিদিমা যা ব'ল্‌ছেলেন, বল দেখি কি?

চমৎ। ইংরিজি মন বাঙ্‌লা দেহ, এই ত'!

ঘনে। ইয়েস্—গুড্ নাইট্।

চমৎ। নাইট্ নয় ডে।

ঘনে। তুমি ডে, আমি নাইট্।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।)

চাবির বিবরে-ই স্বাধীনতার বাস, যার হাতে চাবি তার হাতে-ই স্বাধীনতা।

ঘনে। (জনান্তিকে) হ্যাঁগা তবে কি আমি পরাধীন ?

চমৎ। (ঐ) কেন ?

ঘনে। আমার ত' চাবি কাবি কিছু-ই নেই।

চমৎ। সেই জন্যে তুমি সবার চেয়ে স্বাধীন, আমি-ও তাই।

পাক্। উঃ! এ সব শুনে আমার বুকে Palpilation হ'চ্ছে! জান না মিনি, পুরুষরা কি Sale-fish! চেয়ারম্যান্গিরি, এক্জিকিউসনারী, সেক্রেটারী, Monsterএর কাজের রাইট সব আপনারা নিচ্চে। কেন লেডিরা কি মনষ্টার হ'তে পারে না ?

ঘনে। (জনান্তিকে) মনষ্টার মানে রাক্ষস—না ?

চমৎ। (ঐ) ওঁর ইচ্ছে মিনিষ্টার বলেন।

ঘনে। (ঐ) আর মনষ্টার হন্।

পাক্। দেখ, স্বামী জিনিষটি অত সহজে হজম ক'র্তে পার্বে না; সর্ব্বদা সন্দেহ ক'র্ব্বে, আর পজিসন্ রাখ্তে চাও যদি, খালি অপোজিসন্—অপোজিসন্—অপোজিসন্ (পদচারণ)

চমৎ। কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ।

ঘনে। কিংবা উপদেবতার আদেশ।

চমৎ। বাঃ!

ঘনে। আমি একটু রসিক, তোমায় এতক্ষণ বো—বোলিনি।

পাক্। মিনি!

মিনি। মা!

পাক্। স্বামীকে ইংরাজীতে কি বলে ?

মিনি। হাজ্ব্যাণ্ড।

পাক্। আর চাষাকে ?

মিনি। Husbandman.

পাক্। ঐ খানে-ই গ্যাখো ইংরেজের স্বাধীনতা! চাষার নামে তবু একটা ম্যান্—কিনা মানুষ যোগ করা আছে, স্বামী, শুধু একটা Husband—মানুষ-ও নয়; Bridegroom অর্থাৎ ক'নের সইস্; কি ভাষা! কি ভাষা! নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে স্বাধীনতা!

ঘনে। (জনান্তিকে) দিদিমা পলিটিক্যাল!

মিনি। ও সব কথা তখন হবে মা, এখন এসো তোমার ঘর দেখিয়ে দিই, কাপড় বদ্‌লাবে; আমি ভাল সাড়ী আনিয়ে রেখেচি।

পাক্। সাড়ী!

মিনি। হ্যাঁ মা! ক'ল্‌কেতায় এখন কোন বাঙালী লেডী ইংরিজী ড্রেস্ পরেন না।

পাক্। বটে! ক'ল্‌কেতা রক্ষা ক'র্ত্তে হবে— ক'ল্‌কেতা রক্ষা ক'র্ত্তে হবে। আমাদের ও-অঞ্চল থেকে সব লোক এনে এদের রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

মিনি। (চমৎকারের প্রতি) চমি, ঘনেশ্যামকে কিছু জল——

পাক্। My! My! এরা কে?

মিনি। এ আমার মেড্।

চমৎ। প্লীজ্ বড় ম্যাম্, সেলাম।

মিনি। চমির আমি মা, ও আমার মেয়ে।

পাক্। মেয়ে! অমন ফুট্‌ফুটে! এটা ভাল কাজ করো নি মিনি,—ম্যারেড্-ম্যানের বাড়ী! আর ও ভূতটী ছেলে নাকি—পুত্তুর?

এসেছি। নইলে I could have married—একশ' জনকে বিবাহ ক'র্‌তে পার্‌তুম।

মিনি। তোমার পায়ে পড়ি মা, ও-কথাগুলো জামাইয়ের সাক্ষাতে ব'লো না।

পাক্। আ মিনি! আ মিনি! পোয়েটোয় টাকা লুটিয়ে দিলুম এইজন্যে! ম্যামিকে ইয়ং-মেন্-রা এখন-ও Charming মনে করে এ কথা ঘৃণার? ঐ পুরোণো জামাই কথা মুখে Pronoun! শোন বালিকা, কাপড় টাপড় বাঙলা পরো ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রকৃত দেশের মঙ্গল যদি ক'র্‌তে চাও, তবে mortality, কিনা মন একেবারে খাঁটি ইংরাজি রাখ্‌বে; তা না হ'লে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকায় সন্তুষ্ট হ'য়ে চিংড়ি চচ্চড়ি খেয়ে—বুঝেছ, দেশের সমাজের কিছু-ই ভাল ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ঘনে। (জনান্তিকে) ডি——ডি——পি——আঁকুশীর ঠিক এই মত।

পাক্। রাগারাগী হ'লে বাক্সর চাবি নিজের কাছে রাখ তো?

মিনি। রাগারাগী!

পাক্। চ'ম্‌কে উঠ্‌লে যে?

মিনি। তা——তা, রাগারাগী কার সঙ্গে হবে?

পাক্। যার সঙ্গে হওয়া ন্যাশানাল্। আমি কি চাকর বাকরের কথা ব'ল্‌ছি? সে ত' একটু দোষ পেলে-ই চাবুক লাগাবে।

ঘনে। ও বা—বা? দিদিমা দেখ্‌চি ঘোঁড় সোয়ার।

চমৎ। আস্তে—আস্তে।

পাক্। যখন রাগ দেখাবে তখন পুষ্প ব'লে ডাক্‌বে না; মুখ ভারি ক'রে ব'ল্‌বে—মিষ্টার রায়।

মিনি। আমি রায়-ও বলি না নাম-ও ধরি না।

পাক্। তবে কি প্রিয়তম, প্রাণনাথ, এই সব বল ?

মিনি। ওমা ছি ছি কি লজ্জা লজ্জা! আমি ওগো টোগো বলি।

পাক্। নেটীভ্! নেটীভ্! একেবারে নেটীভ্! তাদের চেয়ে-ও খারাপ; বাঙালী স্ত্রীরা তবু আজকাল "বাবু" বলে। লজ্জা শিখে আপনাকে তো নীচু ক'রেছ দেখ্‌তে পাচ্ছি; ক্যাস বাক্সর চাবি-ও তো রেগে-টেগে ফেলে দাও না ?

মিনি। রাগারাগি আমাদের ভেতর নেই। টাকা তিনি-ই রাখেন, চাবি তাঁর-ই কাছে থাকে; আমি যখন যা চাই তিনি আমার হাতে দেন।

পাক্। (সরোষে উঠিয়া) মিসেস্ রায়! একখানা গাড়ী আনিয়ে দিতে পারবে ?

মিনি। ও মা রাগ ক'র্‌ছ কেন মা ?

পাক্। কে তোমার মা? যে স্ত্রী স্বামীকে আপনার টাকা আপনার হাতে রাখ্‌তে দেয়, ক্যাসের চাবি নিজের কাছে রাখে না, সে—সে—

চমৎ। (আত্মগত) এমন ভয়ানক গর্ভে জন্মাল' কেমন ক'রে তাই ভাব্‌ছি!

ঘনে। (জনান্তিকে) মামীর গাঁয়ে হাত তুল্‌বে নাকি? তা— তাহ'লে আমি কিন্তু দিদিমাগিরী——

চমৎ। (ঘনেশ্যামের হাত ধরিয়া) চুপ্ পাগল।

মিনি। এতে কি দোষ——

পাক্। দোষ! ফিমেল Emasticati0n—স্ত্রী-স্বাধীনতার সর্ব্বনাশ ক'রে আবার বলে কি দোষ! চাবি ই হ'চ্ছে স্বাধীনতার ছবি;

চমৎ। বাইরেটা যাই হোক, ভেতর ক্রূর বজ্জাৎ নয়।

(ঘনেশ্যামের পুনঃ প্রবেশ)

ঘনে। তোমার নাম-টা কি ?

চমৎ। কেন আমার নামে কি হবে ?

ঘনে। তা সত্যি ... আমি ভ্যাগাব্যাণ্ড্।

(প্রস্থানোদ্যত)

চমৎ। আমার নাম চমৎকার, মা চমি ব'লে ডাকেন।

ঘনে। (সহাস্যে) মিষ্টি ! স্বদেশের মত মিষ্টি !

(প্রস্থান।)

চমৎ। আশ্চর্য্য ! মানুষের ভেতর প্রায় মানুষ থাকে না জান্তুম্, কিন্তু বাঁদরের ভেতর মানুষ—মানুষ কেন, দেবতা গড়্বার মাটী থাকে... না না—টেক্ কেয়ার চম্ !

গীত।

ওরে পাখী !
জাল পাতা জাল পাতা
লাল লাল ফলে।
মধু নয়, মধু নয়,
চিটে চিটে আঠা মাখা,
খাবি মিঠে ব'লে ॥
ডালে ব'সে নাচ্ পাখী
ডালে ব'সে নাচ্,

ভালবাস্ মা'র বাসা

ভালবাস্ গাছ,

(তাল ফের্‌তা) রাখিস্ ডানা মেলে,

মানুষ কাছে এলে,

কোনো দিকে নাহি চাস্,—

ফুড়ুক্‌সে উড়ে যাস্ নীল আকাশের তলে ॥

উড়ে উড়ে গা'বি গান

বাতাসের ভ'রে কাণ,

ভুলিস্ নে' দেখে ধান,—

লুকানো ব্যাধের বাণ ধনুকের কলে ;

(তার) বাঁশী যত সুমধুর,

ফাঁসী কষা ততদূর সুরে বাঁধা ছলে ॥

(চৌধুরী মহাশয়ের প্রবেশ)

চৌধুরী। বাহবা চম্‌চম্! বাহবা চম্‌চম্!

চমৎ। কেন আপনি এসে প'ড়্‌লেন ?

চৌধুরী। বহুৎ বরষ কা বাৎ, তোম্‌হারি পয়দাইস্ বি তব্ নহি হুয়িথি ; নয়নে গিয়ারাহা——

চমৎ। ঘাঁউ বেচ্‌নে মুড়ীর মে——

চৌধুরী। জরা শুনোতো সহি ; জানরেল্ রবার্ট্‌স্‌কা পল্টন মে কম্‌সারিয়েট্ কি ——

চমৎ। বাঙলা ব'ল্লে কি ইজ্জৎ যায় ?

চৌধুরী। ইয়ে কায়দা হো গয়া বিবি, ইয়ে কায়দা হো গয়া : দেহেলি, পঞ্জাব, পেশোয়ার মে জিন্দগি গুজর্ গয়া——

চমৎ। তবে আমি চ'লে যাই হিঁয়া থেকে।

(প্রস্থানোদ্যতাভিনয়)

চৌধুরী। (সুরে) যেও না আঁখির আড়ে, যেও না আঁখির আড়ে. আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুর পাড়ে। শোন শোন; ওই কাবুলের লড়াইয়ে গিয়ে পাহাড়ে বুল্‌বুলের গান শুনেছিলুম, আর আজ-কাল তোমার গলা——

(সুরে) কাহে চমক্‌সে বুল্‌বুল্,
কাহে চমক্‌সে বুল্‌বুল্,
গা—মা—নি—সা—
সা—রে—গা—মা—
ধা—নি—সা; ধা—নি—সা—;
গুলবাগ্‌মে দেখ্ আওয়ে হরগুল্—

চমৎ। একটা বাঙ্‌লা গান্ না।

চৌধুরী। বাঙ্‌লা গান! ওই তোমার—(ব্যঙ্গসুরে)

জোছনা মোছানো কোঁচানো বসনে,
খাবি খেতে আর বাকী কতক্ষণ!

লব্‌জ্,—রাগে থাপ্ খায় না, বিবি, আলাপে কর্‌তপ্ হয় না; বয়েদ মর্দ্দানা নয়, সের—যাকে এ দেশে কবিতা বলে, তা বাঙ্‌লায় চলে কিন্তু আলাপ, কাল্‌ওয়াতী গীত—

চমৎ। ওস্তাদি গাইয়েদের ওই এক কথা!

চৌধুরী। এই তোমাদের সাহেবী বাবুদের যেমন,—ইংরিজী নাহ'লে কথার জোর হয় না। যে ভাষায় "চোপ্‌রাও" "হারামজাদ্" "বেয়াদব" "বদমায়েস্" নেই; ড্যাম্, রাস্কেল গো-টু-হেল্ নেই,—সে ভাষা আবার ভাষা! বড় জোর—অধঃপাতে যাও—

চমৎ। আমার শত্তুর যাক্।

চৌধুরী। মাথার মণি আমার, ছাতিকা পন্‌জর্, আঁখো কি রোশ্‌নি! তোমায় আমি ও-কথা ব'ল্‌তে পারি?

(সুরে) তুহোঁ লাগায়ো নজ্‌রা
লাগায়ো নজ্‌রা,
তেরি লিয়ে বনায়া সোণে কি পিঁজ্‌রা;
সোণে কি পিঁজ্‌রা
এ মেরি রঙিলা চিড়িয়া, বড়িয়া চিড়িয়া—

চমৎ। **(সুরে) মরি আমি মাথাটী খুঁড়িয়া,**
মাথাটী খুঁড়িয়া,
খেলে আমায় বুঝি ছিঁড়িয়া ফিঁড়িয়া
ছিঁড়িয়া ফিঁড়িয়া।

চৌধুরী। নাঃ, এ মেয়েটা দেখ্‌ছি বুড়োকে খুন না কোরে ছাড়্‌বে না। পুষ্প খুব যত্নে রেখেছে বটে, আর বৌ-মা তো একেবারে পূরোপূরি মায়ের পৃতিমে, তবু এ বাঙ্‌লা মুল্লুকের হাওয়া আমার বর্দাস্ত্ হ'চ্ছে না; চ' দিদি, দু'জনে গিয়ে পশ্চিমে কোথা-ও ঘর-গিরস্তি করি; কাশী-ফাশী নয়, একদম্ পঞ্জাব অঞ্চলে—ধর রাওলপিণ্ডি——

চমৎ। সেথা কি গয়ার পথ দে' যেতে হয়?

চৌধুরী। তা যাওয়া যায়।

চমৎ। তা হ'লে সেইখানে আগে আমার পিণ্ডিটা দে' যাবেন তো?

চৌধুরী। শোভানাল্লা! কোথায় আমি একটী পিণ্ড দাতার সৃষ্টির চেষ্টায় আছি ;—

চমৎ। পিণ্ড-দাতা না দণ্ড দাতা?

চৌধুরী। আহা চমৎকারিণী! প্রেয়সীর ঝঙ্কার আর পুত্রের প্রহার আহার ক'রে-ই তো আজ বাঙালী বীর ব'লে জগতে পরিচিত। এই ষাট বছর ষেঠের বাছা-ই হ'য়ে আছি, ছান্‌লা-তলায় দাঁড়ানো আর বরাতে হোল না, একবার একটী পাঞ্জাবিনীর সঙ্গে পাঞ্জা কস্‌বার যোগাড় হ'য়েছিল, কিন্তু ভয়সা ঘৃত লুচিকে যত-ই সুগন্ধি ক'রুক্ প্রেয়সীর বেণীতে ফেনিয়ে উঠ্‌লে—জিউ মিছ্‌লাতা।

চমৎ। ভাল কথা, আপনার আইবুড়ো নাম খণ্ডন হবার উপায় হ'য়েছে।

চৌধুরী। চাই তোমার মেহেরবানি, আউর কই জোয়ানী পর্‌সন্দ্‌ নেহি, ইয়ে ওয়াস্তে ——

চমৎ। জোয়ানা নয়, জোয়ানী নয় ; একেবারে টাট্‌কা জোয়ান. মুখে দে' চিবুলে-ই নাকে চোখে জল আর খিদে নিদ্রে হজম। আপনার বেয়ান এসেছেন—ক'নের মত ক'নে!

চৌধুরী। এসেছেন?

চমৎ। পত্রপাঠ।

চৌধুরী। এঁ্যা——এসেছেন?

চমৎ। স-শরীরে। তা' আপনি সেপাই, শাস্ত্রী, গোলন্দাজ গোরার সঙ্গে বরাবর ঘুরেছেন, সঙিনের খোঁচাটা আস্‌টা-ও অভ্যেস আছে, কামানের আওয়াজে-ও আপনার কাণে তালা লাগে না, আপনার ভয় কি?

চৌধুরী। গর্জ্জন আছে নাকি ?

চমৎ। এখনো শুনিনি ; তবে আপনি তো জানেন আমি গান শিখিছি, স্কেল্ বুঝি,—দু'একটা নোট্ শুনে-ই বুঝেছি Soprano-কে-ও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে, একেবারে treble। মা ব'লে মা, পৌঁছুতে না পৌঁছুতে-ই কন্যাকে চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করাতে আরম্ভ ক'রেছেন।

চৌধুরী। কি রকম ?

চমৎ। ঐ যে—বিশ্বাসো নৈ - নৈ—

চৌধুরী। বিশ্বাসোনৈব কর্ত্তব্যম্—

চমৎ। স্বামিস্থ পুরুষেষু—ইত্যাদি। তবে মা আমার কাঁটা-গাছের গোলাপ ফুল।

চৌধুরী। বেসক্! আস্‌লি বসোরা! পিতৃপুণ্যে পুষ্প এমন বৌ পেয়েছে ;...লক্ষ্মীকে কি দখল ক'রে ব'সেছেন ?

চমৎ। আসুন না দেখ্‌বেন ?

চৌধুরী। তস্‌রিফ্ লে চলিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(লীলা লাহিড়ীর প্রবেশ)

লীলা। মিন্, মিন্! কোথা গেল মিনি ?

(শ্রীধর ঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীধর। লাহিড়ী-মা আইছন্তি ? বস মা বস।

লীলা। তোমার মা কোথায় শ্রীধর ?

শ্রীধর। মা এঠারে আসিব, টিকা ঠিয়াহু, চক্কড় আসিব, এই আসুছন্তি।

(প্রস্থান)

লীলা। না—স্বামী—উজ্জ্বল...মিনির জীবন কি মিষ্ট! আর আমি কি দোষে—কার দোষে এই শাস্তি ;—

(যথাস্থানে বসিয়া বাজনার সহিত)

গান।

তাই কি গো এই সাজা,
তাই কি গো এই সাজা।
বালিকার দোষে, স'রে গেলে রোষে,
দেখিলে না ক'রে ঘসা-মাজা॥
জান না তো কত আমি কাঁদি,
ছবি এঁকে, বুকে রেখে সাধি,
গুমুরে গুমুরে গোপনে হই ভাজা ভাজা ;—
তুমি যে আমার চির-আপনার হৃদয়ের রাজা॥

(পশ্চাতের গৃহ হইতে একখানি পুস্তক আনিয়া—পাঠারম্ভে-ই) ওঃ ছাবটা আনি নি নাকি ? (হাতব্যাগ খুলিয়া ভিতর দেখিয়া) যাঃ, ভুলে ফেলে এসেছি। যাক্ ভাল-ই হ'য়েছে, মিঃ রায় বিশেষ সাবধান ক'রে দিয়েছেন, ছবির কথা এখন না মিনি জান্‌তে পারে ; খুব লুকিয়ে তার হাতে দিতে হবে, চৌরঙ্গী থেকে ফিরে তারপর এখানে নিয়ে আস্‌ব ;—চিন্-টার কাছে একটু টচ্ দিলে-ও ভাল হয়। কি-এ বইখানা! দেখি আর একখানা।

(পশ্চাতের গৃহে প্রবেশ)

(সম্মুখভাগে কয়েকখানি সংবাদ-পত্র হস্তে মেঃ রায় ও ভাদুড়ীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।)

ভাদুড়ী। (একখানি বাঙ্‌লা কাগজ দেখিতে দেখিতে) "সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক" -That's an improvement; কি বল পুষ্পবরণ? ক্রমে বাঙ্‌লা কাগজে-ও বিবাহের বিজ্ঞাপন চ'ল্‌ছে। "মিত্র বা ঘোষ ২৭ পর্য্যায়" orthodox—একেবারে খাঁটী হিন্দু; "ম্যাট্রিক পাশ, গীত বাদ্যে নিপুণা;" বেশ! বেশ! এই তো উন্নতি!—Civilization! march quick,—double time.

রায়। এতে ঠাট্টার কি আছে?

ভাদুড়ী। কিছু না, কিছু না। তবে আমরা এরা প'ড়ে জাতে-ঠেলা হইছি এই যা। (পুনঃ পত্রিকা পাঠ) "শাস্ত্রমতে সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হয় সুতরাং পাত্রীকে সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া গহনা দিতে হইবে;" দেখ্‌ছ হিন্দু-শাস্ত্রে কি অনুরাগ!

রায়। কেন ম্যাট্রিক পাশ, গান টানের কথা ব'লেছে ব'লে? শাস্ত্রে তো কন্যাকে শিক্ষিতা——

ভাদুড়ী। কর্ব্বার ব্যবস্থা আছে। Quite true; শিক্ষিতা, দীক্ষিতা, বিখ্যাতা, আবার ইদানীং কেউ কেউ ওরির ভেতর দুটো শ্লোক ঢুকিয়ে দিয়ে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষতা কর্ব্বার ব্যবস্থা-ও দে' গেছেন।

রায়। না না মনু—

ভাদুড়ী। মনু? ইয়েস্, that Blackstone of the stone age.

রায়। তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে?

ভাদুড়ী। "বর পক্ষের অর্থের লোভ নাই, নগদ কিছু-ই দিতে হইবে না——

রায়। খুব ভাল—খুব ভাল! সমাজ ফিরেছে;—

ভাদুড়ী। "কেবল বিবাহের পর পাত্রটিকে বিলাত পাঠাইয়া সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতে যা কিছু ব্যয় তাহা কন্যাপক্ষকে বহন করিতে হইবে"—

রায়। Oh! Heavens! সে যে চোদ্দ পনেরো হাজারের ধাক্কা।

ভাদুড়ী। More, more, কোচিং বড় expensive ব্যাপার। সমাজ ফিরেছে, সমাজ ফিরেছে! শোন, "এ বিষয় বরকর্ত্তার কোনরূপ জিদ্ নাই, কিন্তু পাত্রের মাতা—" That's it, dear, dearer, dearest মাম্মা; বরের মাতা,—খুলেছেন খাতা; পাতায় পাতায় মাথা বিক্রয়।

রায়। তুমি ক্রমে বড় তেতো হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ, একেবারে নিম।

ভাদুড়ী। না, quinine; বিবাহ-ব্যাধি বিনাশের মহৌষধ।

রায়। বিবাহ যদি ব্যাধি হয়, তবে বিধাতা করুন আমি যেন চিরকাল বিছানায় প'ড়ে ভুগি।

লীলা। (পশ্চাৎ অংশ হইতে ঈষৎ দেখা দিয়া) আমি মিসেস্ রায়ের জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলুম মিঃ রায়; আপনারা কথা কইতে কইতে এলেন, আমি কেমন থত-মত——

রায়। ক্ষমা ক'র্‌বেন, ক্ষমা ক'র্‌বেন, দেখিনি আগে——নমস্কার।

(মিঃ ভাদুড়ী সম্মান সহ নমস্কার করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।)

আপনাকে-ই আমার আবশ্যক ছিল; (লীলার নিকট যাইতে যাইতে) One minute Jot——excuse—

ভাদুড়ী। No ceremony old fellow, trot away.

(অন্য পত্রিকা পাঠ)

রায়। (লীলার প্রতি) Got it? এনেছেন?

লীলা। না, সামান্য একটু টচ্ বাকী আছে; আইভারির ওপর কাজ—এখন একসঙ্গে ঘুরতে হবে, যদি মিস দেখে ফেলে :—আপনি বিশেষ ক'রে——

রায়। ঠিক্ ঠিক্। I want to give her a surprise. আগে আশা ক'রে প্রতীক্ষার চেয়ে হঠাৎ কোন ভাল জিনিষ পাওয়ায়—

লীলা। বেশী আনন্দ।

(সম্মুখভাগে এক পার্শ্বে শাটী আদিতে সজ্জিতা মিসেস্ পাক্ড়াশীর প্রবেশ)

পাক্। পুষ্প এসেচ?

ভাদুড়ী। (নিম্নস্বরে) একটু—তিনি একটী লেডির সঙ্গে কথা কইছেন।

পাক্। এঁ এঁ—ম্যারেড্ ম্যান্ আলাদা দাঁড়িয়ে ফিস্-ফিস্ ক'র্‌ছে একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে—Infectious!

ভাদুড়ী। She is a lady!

পাক্। That woman?—A slut!

ভাদুড়ী। (ভৎসনার স্বরে) Madam!

পাক্। Brute.

(মিসেস্ পাক্ড়াশীর প্রস্থান)

ভাদুড়ী। মাম্মা নাকি? পুওর পুষ্প!

লীলা। না, উনি আমার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে ভালবাসেন না; আমি এই দিক্‌কার সিঁড়ি দে' তেতালায় যাই।

(লীলার প্রস্থান)

রায়। (সম্মুখে আসিয়া) ইউ—ইউ—ইউ—জট্, ছিঃ! মিসেস্ লাহিড়ীর চোখে আমি জল দেখেছি।

ভাদুড়ী। তবে কোথা-ও আগুন লেগেছে, এখন-ও তিনটে বাজ্‌তে ঢের দেরী।

রায়। নির্দ্দয়!

ভাদুড়ী। তুমি এটা জান না যে স্ত্রীলোকের চোখের জল কর্পোরেশনের কলের চেয়ে-ও punctual, ঠিক টাইমে আসে, টাইমে বন্ধ হয়; তবে আগুন-টাগুন লাগ্‌লে, বেশী রাত্রে-ও——

রায়। Brute.

ভাদুড়ী। Thank you; আর একটী বিউটী-ও আমাকে এইমাত্র ঐ সুনামটি দিয়ে গেছেন।

রায়। বিউটী? কে এসেছিলেন? আমি দেখ্‌তে পাই নি?

ভাদুড়ী। তিনি তোমাদের দেখেছেন এবং মতামত-ও প্রকাশ ক'রেছেন;—"Infectious," বোধ হয় Infamous mean ক'রেছিলেন।

রায়। Lady? কি রকম দেখ্‌তে?

ভাদুড়ী। Not less than twenty stones by weight, circumference——

রায়। মা এসে পৌঁচেছেন নাকি?

ভাদুড়ী। ওজনে-ই বুঝে ফেল্‌লে যে!

রায়। No refusal, no refusal জটিল!—আজ এখানে তোমায় ডাইন্ ক'র্‌তে-ই হবে, কোন ওজর শুন্‌বো না, কো——

ভাদুড়ী। Poor bachilor! পুষ্প, আমায় spare কর; ভারি বেচারা আমি, স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব'সে খেতে আমি বড় ভয় করি।

রায়। বটে! ব'লে দিচ্ছি মিনিকে।

ভাদুড়ী। না না তিনি না; one exception; তাঁর কথা আলাদা... তিনি—তিনি innocent as a child...তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে—

রায়। শোন, আজ একটা মজা ক'র্ব্বো ; এখন-ও কাকে-ও ব'লি নি—মিনিকে-ও না। জ্যেঠামশাই জানেন আর তোমায় ব'লছি।

ভাদুড়ী। দেখ স্ত্রীর কাছে কোন কথা গোপন ক'র না, তা'তে—

রায়। আহা তা কেন, এ তাঁকে খুসি ক'রে দেব ব'লে-ই আগে ব'লি নি। আজ আমার জন্মদিন—

ভাদুড়ী। My congratulations! আর-ও আশী বছর এই রকম ঘুরে আসুক।

রায়। Thanks! মিনি এ তারিখ জানে না ; কিন্তু আজ তাঁকে একটু বিশেষ ডিনারের অর্ডার দিতে ব'লেছি,...তুমি থাকবে তিনি জানেন ; আর সেই সময় তাঁকে একটা প্রেজেণ্ট ——এই কথাটা-ই গোপন——

ভাদুড়ী। তবে আমাকে-ও ব'ল না।

রায়। পাগল দেখ, তোমার জানতে দোষ নেই। আইভরির ওপর মিনির একটা মিনিয়েচার ছবি আঁকবার জন্য মিসেস্ লাহিড়ীকে ব'লেছি—

ভাদুড়ী। ও—শুনেছি, ছবি এঁকে-ই ওর এখন চলে।

রায়। Don't talk ; পরের গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। she has a spirit. জ্যেঠামশাই তো ওঁর মামা, তাঁর কাছে-ও সাহায্য নিতে নারাজ। আমার জন্মদিনে মিনিকে তা'র ছবি প্রেজেণ্ট দোবো—

ভাদুড়ী। উল্টো? কোথায় তিনি তোমায়——

রায়। ব'ল্লুম্ না—সে কি জানে আজ আমার ——mum!

(মিনি, লীলা ও মিসেস্ পাকড়াশীর প্রবেশ)

মিনি। (সহাস্যে) চুপ্ ক'র্‌লে যে চ'লুক না কথা, আমি শুন্‌লে কি দোষ আছে?

পাক্। হ্যাঁ আছে। পুরুষের কত গোপন কথা থাকে, সব কি স্ত্রীকে শুন্‌তে আছে! তুমি বাঙ্‌লা সতী হ'য়েছ আর এটা বোঝ না?

ভাদুড়ী। (স্বগত) এক ছোবল্! (প্রকাশ্যে মিনির প্রতি) নমস্কার।

মিনি। নমস্কার মিঃ ভাদুড়ী! (মা'র প্রতি) ইনি মিঃ রায়ের ছেলেবেলার বন্ধু।

ভাদুড়ী। মিসেস্——মিসেস্——

লীলা। পাকড়াশী।

ভাদুড়ী। মিসেস্ পাকড়াশী, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

পাক্। (উপেক্ষার স্বরে) Good morning. এখন অনেকে-ই ইংরিজি ড্রেস্ পরে কিন্তু ইংরিজি ম্যানা জানে না।

মিনি। খানিক্টা ঘুমিয়ে সুস্থ হ'য়ে নেবে ব'ল্লে না মা?

পাক্। তোমরা-ই তো কথা সুরু ক'ল্লে:—কই পুষ্প তো—

রায়। এই যে আমি প্রণাম ক'চ্ছি;——

ভাদুড়ী। (জনান্তিকে) বল "আস্তিকস্য মুনেঃ মাতা—What next?

পাক্। কাম্ কাম্ সানি, won't you kiss me?

ভাদুড়ী। Do, do, পুষ্প———

মিনি। লীলার সঙ্গে মা আজ আমার শপিং-এ যাবার কথা ছিল, এখন যেতে ব'ল্ছে—তা—তা——

পাক্। ওটী কে?

মিনি। সে কি মা! লীলাকে চিন্তে পাচ্ছ না? আমরা এক স্কুলে প'ড়্তুম্, কত ভাব··· বাড়ীতে-ও আমার সঙ্গে দু'একবার গেছে—

পাক্। হবে। কত লেডীর আসা যাওয়া ছিল তখন; সিভিলিয়ানের লেডী, ডাক্তারের, ব্যারিষ্টারের—

মিনি। অ-মা, পুওর লীলা! ব্যারিষ্টার হেমেন লাহিড়ীর সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল, কিন্তু—

পাক্। নাম শুনি নি।

লীলা। দু'বছর-ও তিনি বেঁচে ছিলেন না, মা!

পাক্। বড় সাবধান, বড় সাবধান মিনি! বড় dengerful, বিপদ্‌বান্। ওর শিগ্‌গার আবার বিয়ে করা উচিত। আমি কেবল মিনির জন্যে···নইলে···জানো মিঃ ভাদুড়ী, মিঃ পাকড়াশী মর্ব্বার পর—আমরা তখন শিলংএ...আহা, ছোক্‌রা বেচারারা আমায় এম্নি court ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে···তখন এত রোগা হ'য়ে যাই নি,···চেহারা—তুমি ব'ল্লে বিশ্বাস না ক'ত্তে পার, ছোক্‌রারা—

ভাদুড়ী। আমি খুব বিশ্বাস করি; এখনকার ছোক্‌রাদের ভয়ানক সাহস, তারা প্রাণে মর্ব্বার ভয় রাখে না, হাস্‌তে হাস্‌তে জেলে যায়, বিবাহ তো বিবাহ!

মিনি। তা লীলা একলা থাক্, আমি আজ আর ওর সঙ্গে যাব না। তোমায় একলা ফেলে———

পাক্। না না, আমার জন্যে থাক্‌তে হবে না; আমি আপনার সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে নোব।

লীলা। আপনি এসেছেন শুনে আমার যে কত আহ্লাদ—

পাক্। তাই নাকি?

লীলা। আমার নিজের সব ফুরিয়ে গেছে; মিনিকে ভগ্নীর চেয়ে ভালবাসি, ওর সুখে আমার সুখ, ওর আহ্লাদে আমার আহ্লাদ!

পাক্। (স্বগত) কি আমার আহ্লাদী গো! (প্রকাশ্যে) তোমরা তো কেউ মা হও নি, মা'র ব্যথা কি বুঝ্‌বে? মিনকে পরের হাতে দিয়ে———

মিনি। অ মা———

পাক্। তা 'যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা'—বাঙালীরা বলে।

ভাদুড়ী। (জনান্তিকে) শুনছ জামাই সাহেব, মাম্মা হিন্দুয়ানী ধ'র্লেন।

পাক্। আমার কেবল ভয়, কখন কি হয়; বিশেষ ক'ল্‌কেতায় বাইরের লোকের উৎপাতে স্ত্রী পুরুষে যে নির্জ্জন সুখে——

মিনি। Come লীলা! (মিঃ রায়ের প্রতি) তবে আমি একটু ঘুরে আসি গো!

(লীলা ও মিনির প্রস্থান)

পাক্। ভারি কাঁচা মেয়ে, ও এখানে থাক্‌লে কেবল বাধা দেবে।

(প্রস্থান)

ভাদুড়ী। আস্‌তে না আস্‌তে একেবারে ঘর-বাড়ী ক'রেছেন!

রায়। কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ।

ভাদুড়ী। এত বেশী যে পৃথিবীতে আর কাকে-ও দেবার জন্যে ছিটে ফোঁটা-ও প্রাণের ভেতর রাখেন নি; তা ছাড়া কন্যাকে-ও ওই স্নেহের পরিবর্ত্তে তাঁর স্থাবর অস্থাবর——

রায়। খালি সন্দেহ, সন্দেহ! বেশ ক'রে ভাব দেখি তোমার নিজের জীবনটা কি! যদি মিসেস্ লাহিড়ীকে——

ভাদুড়ী। **গীত।**

আমার এ বড় মজার জীবন।
বৌ এসে করে নি আলো কুমার-ভবন;
বড় মজার জীবন, বড় মজার জীবন॥
বৌ কয়না কথা মিহি মিহি,
ক'র্‌তে হয় না জবাবদিহি,

ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়ায় না, সজল-লোচন ;
কলের সজল-লোচন ॥
কালো চুলের ভাল গন্ধ,
বিছানায় নাই মন্দ মন্দ,
তবু জমা খরচ হয় না দিতে
প্রিয়তমার রাখ্‌তে মন ॥
চাকরেরা হ'লে-ও clever,
চা'য়ে পাই না মিষ্টি flavour,
স্ফূর্ত্তি পাই না ক'রে labour,—
নিজের তরে উপার্জ্জন ;
ভোগের একটা ভাগী প্রয়োজন ॥
ওয়াইফ্‌ ওয়াইফ্‌ ওয়াইফ্‌,
Happy sweet life,
যদি রসনাতে Roger's knife না থাকে গোপন—
Fatal weapon ।
Beauty, beauty, beautiful,
যখন আলাপ করে গোলাপফুল,
অবশেষে বানিয়ে fool,
coolly সে করে শাসন,
এ ভক্তের পক্ষে ভারি শক্ত
স্ত্রী-rule regulation ॥

রায়। So jolly a chap! বিবাহ তোমায় ক'র্ত্তে-ই হবে। And that—মিসেস্ লাহিড়ীকে! আমি বুঝ্তে পারি তিনি তোমায় ভোলেন নি।

ভাদুড়ী। আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি!

রায়। হৃদয়হীন! তুমি আবার বল দেশকে ভালবাসি! বি, এ, প'ড়্তে প'ড়্তে তুমি স্বদেশী হাঙ্গামায় কলেজ ছেড়ে দিলে, তাই তো ওঁর বাপ্ রেগে তোমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে হেমেনের সঙ্গে বিয়ে দিলেন; এতে ওঁর দোষ কি?

ভাদুড়ী। দোষ আমার, এই ছাব্বিশ বছরের জীবনটাকে গাঙিগাছে ফেলে নিংড়ে দিয়েছি।

রায়। Old fellow, old fellow, excuse me. আমার অন্যায় হ'য়েছে ভাই, আয়্ এক কাপ্ কফি খেয়ে নিই।

(স্নেহভরে বাহু বেষ্টন করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

উত্তর-চিত্র।

(অভ্যর্থনা-গৃহ। মধ্যস্থলে বাম-দক্ষিণ-ব্যাপ্ত কাষ্ঠ-আবরক দ্বারা বিভক্ত ; বিভাজক প্রাকার, মসৃণ উজ্জ্বল কারুকার্য্যযুক্ত, দুইধারে সঙ্কীর্ণ ও মধ্যে প্রসর মুক্তপথ ; অবকাশস্থল সুদৃশ্য পটাচ্ছাদিত। সম্মুখ ও পশ্চাতের গৃহ বিবিধ বিচিত্র আসনাদিতে সুসজ্জিত। সম্মুখে এক কোণে একটী পিয়ানো, অন্যকোণে মহিলাব্যবহারোপযোগী লিখিবার টেবিল ও চেয়ার ; পশ্চাদ্‌গৃহের দিকে চাহিলে ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় লিখনাদি কার্য্যের সরঞ্জাম ও পুস্তকাধার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।)

(চৌধুরী মহাশয় ও মিসেস পাকড়াশীর প্রবেশ)

পাক্। আপনার তো বয়েস হ'য়েছে———

চৌধুরী। তা হ'য়েছে বই কি ; বেহায়া বোশেখ মাসটা তো ঘুরে ঘুরে আস্‌তে ছাড়ে না।

পাক্। বোশেখ কি—এপ্রেল ?

চৌধুরী। হ্যাঁ ইংরিজিতে "এপ্রেল ফুল" আর বাঙ্‌লায় "বৈশাখে নর বানর," তাই ব'ল্‌ছিলুম্ বোশেখ মাসটা ঘুরে ঘুরে আসে আর আমার বয়সটা এক বছর ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে যায়।

পাক্। তা' বাড়ে, পরমায়ু বাড়ে। যারা কুটুম্বিতে পাতিয়ে লোকের বাড়ী ঢুকে ব'সে বেচারার অন্ন ধ্বংস করে, তা'দের যেন মরণ নেই।

চৌধুরী। রাম কহো বিহাইন্; বহুকাল পাঞ্জাব অঞ্চলে থাকলে-ও আমার মেজাজ অতটা কাঠ-খোট্টা হ'য়ে যায় নি। আপনি আরো দশ বছর বেঁচে থাকুন, নাতি নাত্নীর মুখ দেখুন। তবে কি জানেন, আগে আমাদের হিঁদুয়ানী-ঘরে শাশুড়ীরা জামাই-বাড়ী যাওয়া বড় লজ্জার কথা মনে ক'ত্তেন, এমন কি নেমন্তন্ন খাওয়া—ব্যামো হ'লে দেখ্তে যাওয়ার-ও প্রথা ছিল না।

পাক্। কি অসভ্য বর্ব্বর custom!

চৌধুরী। তবে কি কন্যাটীকে এক বেচারীর হাতে তুলে দিয়ে আর সংসারকে নিজের কাষ্টম্-হাউস্ করাটা-ই শাশুড়ী মশাইদের গর্ব্বের কথা?

পাক্। না, মা মেয়ের বাড়ী এলে শত্রু, আর কোথাকার কে পর আপনি, তাই সংসার উত্‌লে দিতে এসেছেন!

চৌধুরী। পরকে আপন ক'রে নিয়ে-ই তো সংসার চ'ল্ছে। মিঃ পাকড়াশী বিবাহের দু'মাস পূর্ব্বে-ও হয়তো আপনাকে চিন্‌তেন না, কিন্তু সেই অজানা পর আপনি ঘরে এসে তো তাঁর মা-বোনের চেয়ে আপনার———

পাক্। নাতী—! নাত্নী—! বেহান্! —কি সব অশ্লীল কথা! আমার—আপ্— তোমার সঙ্গে "আপনি" ব'লে কথা কইতে ঘৃণা——

চৌধুরী। বুঝেছেন মাই ডিয়ার, তুই তোকারি-ও ক'ত্তে পারেন; আর যখন ঘোম্টা খুলে কথা কইছেন তখন বেহাই সম্পর্কে শালা পর্য্যন্ত—

পাক্। Oh! My! My!——

চৌধুরী। ছিঃ বেয়ান! ওকি কথা মুখে আন্‌ছেন? এত বড় পেশোয়ারী গোঁফ্ দেখে-ও বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না যে আমি পুরুষ মানুষ! আমার সাম্‌নে——

পাক্। Horrible! Horrible!

চৌধুরী। বেশ, হরিবোল হরিবোল বলুন; দু'জনার-ই মঙ্গল, যে-ই আগে যাই।

পাক্। এ রকম সব কথা শুন্‌লে এখুনি আমার ফিট্ হবে।

চৌধুরী। চমৎকার ওষুধ আমার জানা আছে; একটী ঘটী জল ঢেলে দেওয়া। চুল খারাপ হবে আর মুখের পাউডার ধুয়ে যাবার ভয়ে হিষ্টিরিয়া যত শীগ্‌গীর ছাড়ে চুরুটের ধোঁয়া নাকে দিলে-ও ——

পাক্। দেখ, You must—shall—will—should—

চৌধুরী। উড্—কুড্—বো—বে—বা।

পাক্। Hold your tongue।

(চৌধুরী মহাশয়ের জিহ্বা বাহির করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ধারণ)

পাক্। ও কি?

চৌধুরী। জিভ্ ধর্'তে আজ্ঞা ক'র্‌লেন, লেডীর হুকুম।

পাক্। হুকুম! অর্ডার! আমি অর্ডার দিচ্ছি বাক্স-টাক্স নিয়ে এখুনি ——

চৌধুরী। গাড়ী ডাকিয়ে আপনাকে তুলে দোবো? তথাস্তু।

পাক্। আমায় তুলে দেবে? তুমি চ'লে যাও; আমার হুকুম।

চৌধুরী। জানেন আমি পল্টনে ছিলুম, পুলিশ আমাদের দশ রাত্রের জ্ঞাতি—তা ছাড়া——

পাক্। কি?

চৌধুরী। কোনো শাশুড়ী কোন-ও দিন আমায় কড়ি দিয়ে কেনে নি, দড়ি দিয়ে বাঁধে নি।

(প্রস্থান)

পাক্। আচ্ছা এখন যাও, মোদ্দাৎ তোমায় দূর ক'রে তবে——; মিনি কি ব'লছিল, যে ওই বুড়ো পুষ্পকে নাকি বিলেতে যাবার সময় অনেক টাকা পাঠিয়ে সাহায্য ক'রেছিল। নিশ্চয় ওর বাপ থাকৃতে তার ঠেঙে ধার-টার ক'রেছিল নইলে ভদ্রলোকে ভদ্রলোককে খামকা সাহায্য করে...তা-ও আবার পকেট থেকে টাকা দিয়ে...রান্না-ঘরটা এখন-ও দেখা হয় নি।

(প্রস্থান)

(মিঃ ভাদুড়ীর প্রবেশ)

ভাদুড়ী। যার পদভরে মেদিনী টল্‌টলায়মান! করাল বদনা! মুখে ঠাট্টা-ই করি আর যা-ই করি, বিবাহের লটারীতে একখানা সোনার ছবি প্রাইজ পেয়ে ছোক্‌রার ঘরটিতে সত্য-ই সুখের শ্রী ফুটেছিল; কিন্তু যো কি, যো কি, দাম্পত্য-জীবনকে কম্পিত ক'র্‌তে একটা না একটা গন্ধকের গুদামে আগুন ধ'র্‌বে-ই ধ'র্‌বে; তারা-ভরা আকাশে ঝাঁটার গোছা লেজে বেঁধে একটা না একটা ধূমকেতু—

(চৌধুরী মহাশয়ের পুনঃ প্রবেশ)

চৌধুরী। আরে এই যে জটীল, তোমাকে-ই খুঁজ্‌ছিলুম ;—

ভাদুড়ী। কিন্তু যাকে জন্মে-ও খোঁজেন নি তার-ই গোঁজ পানা মুখখানা সাম্‌নে এসে উদয় হোল—না?

চৌধুরী। যা ব'লেছ বাবাজি—ঠিক যেন মেয়ে জগন্নাথ।

ভাদুড়ী। মেয়ে...এ বিষয়ে আপনি ঠিক সিদ্ধান্ত ক'র্‌তে পেরেছেন কি?

চৌধুরী। ভারি সন্দেহের কথা বাবাজী, ভারি সন্দেহের কথা। বহুৎ সোবে কি বাৎ, মগর মগজ্ উন্‌কি বিগড়্ গয়া, ইসমে সোবে নেহি বিলকুল। যব্‌নে দস্‌ৎ হিলায় কর্ মুঝ্‌কো বোলিন্, "নিকাল যাও, কোঠীসে, মেরি হুকুম"——

ভাদুড়ী। আপনাকে? সত্যি?

চৌধুরী। মেরা মালুম হুয়া হাওলদার হবিবুল্লা দলেল সে——

ভাদুড়ী। না না এ ভাল কথা নয় চৌধুরী মশায়!—এরির মধ্যে——উনি জানেন আপনার সঙ্গে পুষ্পবরণের কি সম্বন্ধ?

চৌধুরী। দুনিয়ায় যার নিজের হারামজাদ্‌কীর সঙ্গে-ই মাত্র সম্বন্ধ, সে কি আর বাবার সম্বন্ধ দেখ্‌তে পায়!

(মিঃ রায়ের পুনঃ প্রবেশ)

রায়। একজন পাকা গিন্নি বাড়ীতে দরকার, নিশ্চয় দরকার। সব দেখ্‌তে শুন্‌তে মা নিজে রান্না ঘরে গেলেন।

চৌধুরী। তবে আর শ্রীধরকে আজ দেশলাই জ্বেলে উনুনে আগুন ধরাতে হবে না।

রায়। কে——কেন?

ভাদুড়ী। দু'খানা হাত বাড়িয়ে দে পুষ্প, দু'খানা হাত বাড়িয়ে দে,—তোকে প্রাণ ভ'রে congratulate করি। সুধা বর্ষণ, শান্তি নিকেতন, মা'র দোলায় আগমন—ফলং মড়কং।

রায়। ওঃ, তোমার সেই ঠাট্টা!

ভাদুড়ী। না হে না মড়কং অথবা চড়কং। পিঠ ফুঁড়ে বাঁশের ডগায় ঝুলিয়ে, দে পাক্ দে পাক্।

রায়। ব্যাপার খানা কি?

ভাদুড়ী। চৌধুরী মশায়কে এখনি বাড়ী থেকে নিকাল যেতে হুকুম দিয়ে গেছেন।

রায়। না—

চৌধুরী। ফণ্ডরাণ্—পত্রপাঠ।

রায়। আশ্চর্য্য ক'র্‌লে যে! চৌধুরী মশায়—আমার বাপের চেয়ে———

ভাদুড়ী। সেই খানে-ই তো মুস্কিল। যাম্মা ভায়াকির ভয়ানক বিরুদ্ধে। বুরোক্রেসীর ওপর যদি আর কিছু থাকে তো সে শাশুড়ী-ক্রেসী—with শালাক্রেসী for the detective department. তবে ভাগ্যক্রমে তোমার শালার বালাই নেই।

চৌধুরী। তার জন্যে দুঃখ ক'রো না বাবা পুষ্প, শাশুড়ী ঠাকরুণ একেবারে শালার ঘরে শালা।

রায়। না না এ সব বন্ধ ক'র্‌তে হবে।

ভাদুড়ী। এ মা খুড়ী নয়, মা খুড়ী নয়, স্বয়ং শাশুড়ী—

(নেপথ্যে তৈজসাদি পতনের শব্দ ও শ্রীধর, ব্রজ, বেহারা এবং ঝিয়ের একত্রে কলরব করিতে করিতে প্রবেশ)

শ্রীধর। বাপ্পলো বাপ্পলো, এ গোটে ম্যাম ড্যাম রাস্কেল!

ব্রজ। মেমদো রে ভাই, মেমদো! মেমদো দেহনি ঠাহুর? মাইয়ে মেমদো।

বেহারা। হিসাব কৌড়ি চুকালে———

ঝি। আরে থাম্ মিন্‌সে মেড়ুয়াবাদী। সাহেব, আমি চল্লু। তুমি সাহেব-ই হও আর যা-ই হও, যখন তোমায় বাবা ব'লেছি তখন

আপনি অপধেয়া ক'রে আমার যা পাওনা-টাওনা থাকে চুকিয়ে দাও আমি চন্নু। আর না দাও—তোমার ধম্ম তোমার কাছে।

(প্রস্থানোদ্যত।)

রায়। আরে শোন শোন সখীর মা, কি হ'য়েছে?

ঝি। বাসন-কুসোন ফেলার ঝন্‌ঝনানি যে ঝাম্মাপুখর অবধি শুনা গেছে আর আপনি এ ঘরে কোনো-ও আওয়াজ পাও নি?

চৌধুরী। একটা আওয়াজ শুনে চ'মকে উঠেছিলুম্ বটে, কি হ'য়েছে বল্ ত' সখীর মা?

ঝি। শুনার সংসারটিতে ধুমকেত্তুর লাকছেক গো দাদামশায়, ধুমকেত্তুর লাকছেক।

ভাদুড়ী। আপাততঃ তোমার নাচন——

ঝি। লাচালে-ই লাচেক গো সবাই, তুমি যে অত বড় ভোঁদড় সাহেব— বাবু, ফিরিঙ্গি মশাই, তুমি-ও লাচালে———

শ্রীধর। নাচব ত। মত্তে—চোর কইচি মু সেতি সকাশে কুঁদি ফাঁকি হউচি। মু উৎকড় ব্রাম্হন, অগ্নিহোত্রী, মোর কৌঠী অপমান নেই? মত্তে গোটাইয়ে মাই-কিনি...আমিকিরি চোর কহিলা!

বেহারা। আরে মেরি হিসাব কৌড়ী,—কেত্তিদুর ছাপ্‌রা জেলাসে আওয়াল———

ব্রজ। এ হালা জংলি মেরুয়াবাজা পুইসা পুইসা কইরে———

বেহারা। আরে এক মাহিনা নয় রোজ্‌কা হিসাব তো——

ঝি। চুপ কর্ ঘাটের মড়া! মাইনে মাইনে,—আমার বাবা কোন্ জন্মে কার টাকা বাকা রেখেছেক্? দেখ বাবা ভদ্দর ঘরের মেয়ে আমি দুখ্‌কে প'ড়ে না হয় এইছি বাসন ধুতে, ওমা আমায় বলে কিনা বাবুর্চিখানার বাসন মাজতে! মশালচিকে জবাব দিয়ে——

ব্রজ। আরে শোনছ দেয়ের বিটী, কলমদ্দা আজ আসছে মশাল্‌চির কাম ক'র্‌তি, ও যোগার জ্যাশের। ওনার হাল-হালাৎ মুই কিনা জানি ; কলমদ্দির আজার, কুক্কুর, নানির, যা একটা খশুর ছেল সেটারে তুর্কীর বাদ্‌শা———

ঝি। ডাক্ না বেজা. ডাক্‌না তোর সেই তুর্কীর বাদশাটিকে কত বড় বাপের বেটা দেখা যাউক্। দাঁড়াক্ ওই মেয়ে পাড়োজ---আমাদের এই বাবুর ম্যাম-শাশুড়ীর সাম্‌নে।

শ্রীধর। টিক্যা রোহি যা ঝিয়েশ্বরী, টিক্যা রোহি যা। সাহেব, মু ব্রাম্‌হণ, মু আপন্‌কো আশির্ব্বাদ করুছি আপনি লক্ষ লোক পোষণ করোন্তি, মতে বিদায় দেয়ন্তু।

ভাদুড়ী। সে কি শ্রীধর, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?

শ্রীধর। উৎকল—পাচক-কুমুটী সভাপতি জানিলে মতে কুড়ি তঙ্কা জরিমানা করিব।

ভাদুড়ী। তোমাদের আবার সভা আছে না কি ?

শ্রীধর। সভা নেই কে কাহিলা, ইংরিজির অছি বঙালীর অছি মড়ুয়ালির অছি তেমাত ওড়িয়ার-ও সভা অছি। ওড়িয়া রান্ধুনা প্যাসো মিস্‌তিড় ঘর-চাকর এমানকু যেনিকার মিটিং হউছি সেক্রেটারী বোস-সাহেব———

রায়। মা কি তোমাদের কিছু ব'লেছেন ?

ঝি। না বাবা, কিছু বলেন নি কিছু বলেন নি ; কেবল বলিদান চেয়েছেন, মুণ্ডু-মালা গলায় প'রে এই দাদামশায়ের বুকের ওপর দাঁড়াবেন। ওর নাম ক'রে হুঙ্কার আমি সকয়ে শুনেছি বাবা।

রায়। তোমরা একটু যাও ঠাণ্ডা হও গে, আমি সব ঠিক ক'রে দোবো, তোমাদের মা আসুন।

শ্রীধর। মা! মা প্রকৃত লখ্‌মী।

ব্রজ। ভাব্‌তা——ভাব্‌তা।

ঝি। অন্নোপূন্নো—অন্নোপূন্নো।

বেহারা। মায়ী বড়ি ভালা।

চৌধুরী। আচ্ছা এখন যাও। (পরিচারকদিগের প্রস্থান)

রায়। জ্যেঠা মশায়——

চৌধুরী। উদ্বিগ্ন হ'য়ো না, ও-ঘরে চলো, একটা—

ভাদুড়ী। ঘুরে আসি পুষ্‌——Shall be back in a jiffy।

(একদিকে চৌধুরী ও রায়ের ও অপরদিকে ভাদুড়ীর প্রস্থান

(চমৎকারের প্রবেশ)

গীত।

বলে যেম্‌নি মা তেম্‌নি ছাঁ,
বলে যেম্‌নি মা তেম্‌নি ছাঁ।
কিন্তু কই তাতো না, তাতো না॥
এ মা যেন বাঘিনী, মেয়ে বিভাষ রাগিনী
নাগিনী-নন্দিনী যেন জরৎকারু-দারা॥
কোত্থেকে এক এল ফেঁকড়া,
শ্বাশুড়ী নয় ছেঁড়া নেকড়া,
পাকড়াশী তো পাকড়াশী,
কেবল ঝগ্‌ড়া-প্রয়াসী,

খাঁক্‌ড়া-বনের কাঁকড়ার মতন
দাড়া দুটো সাঁড়াশী,
কখন কি যে ঘটিয়ে বসে,
কাঁটা দিয়ে ওঠে গা।
সৃষ্টিছাড়া গুষ্টির গর্ভে
আমার এমন মিষ্টি মা, মিষ্টি মা॥

(ঘনেশ্যামের প্রবেশ)

ঘনে। এন্—এন্‌কোর, এন্‌কোর—খালি এন্‌কোর! N—O—P—Q কোর!

চমৎ। বাঃ, আপনি খুব থিয়েটার দেখেন বুঝি?

ঘনে। দেখি—আমি একজন মস্ত এক্টর। আর—আর্টারি, না—না—আর্টিস্-টিস্-টিস্,—নদে শুদ্ধ লোক আমায় নাট্য-ভট্টাচার্য্য বলে।

চমৎ। ক'ল্‌কাতার কোন বড় থিয়েটারে যোগ দেন না কেন? অনেক টাকা রোজগার ক'র্‌তে পারেন।

ঘনে। রোজগার ক'রে কি হবে? টাকা এনে রাখ্‌ব কার কাছে?

চমৎ। কেন নিজের কাছে।

ঘনে। আমার নিজ কোথা? এত বড় বুড়োধাড়ি হ'চ্ছি, আপনার কাপড়-চোপড়-ই ঠিক থাকে না তো টাকা! এই ধর্ম্মতলার কাছে একটা সাহেব বল্‌লো—নো ফুড্, তাকে হাট্‌টা দিয়ে ফেল্লাম্।

চমৎ। সত্যি-ই তো তোমার মাথা খালি দেখ্‌ছি যে!

ঘনে। সব্বাই বলে আমার মাথা খালি।

চমৎ। আচ্ছা তোমার যদি টাকা রাখ্‌বার লোক কখন-ও হয় তো থিয়েটার কর?

ঘনে। করি না? আমায় সবাই টানাটানি করে।

চমৎ। টানাটানি করে বুঝি?

ঘনে। ক'র্‌বে না! গিরীশ ঘোষের থার্, কোর, ফিপ্ হবে, কিন্তু চমৎকার দিদি, এই ঘনেশ্যাম ম'লে আর ঘনেশ্যাম হবে না। কপি-রাইট্—রেজিষ্টার। একটু—একটিং দেখ্‌বে?

চমৎ। না—না—না এখন না। বাড়ীতে কে এয়েছেন দেখে যাও নি?

ঘনে। এখোনো যায় নি?

চমৎ। যাবে কি? এ জন্মে এ বাড়ী আর ছাড়্‌বে না।

ঘনে। মামার কি কপাল! আমার মত ভাগ্নে; কুম্ভকন্নোর মত শাশুড়ী!

চমৎ। শাশুড়ীর নামে তোমার ভয় হয় নাকি?

ঘনে। ভয়-টয় নয়; শাশুড়ী বাড়ীর ভেতর কেন? বছরে একদিন ষষ্টি-বাটায় শাশুড়ী মিষ্টি—বস্।

চমৎ। তুমি যখন বিয়ে ক'র্‌বে, দেখো যেন শাশুড়ী টাশুড়ী না থাকে।

ঘনে। (সহাস্যে) হাঃ—হাঃ—হাঃ আমায় আবার কে বে ক'র্‌বে? হরিবোল হরি!

চমৎ। ও কি সাহেব-বাড়ী হরিবোল্?

ঘনে। মামা আমার তেমন সাহেব নয়; হরিবোল শুনে horrible মনে করে না।

চমৎ। তোমার বে হবে—দেখো।

ঘনে। এ মূর্ত্তিকে বে ক'র্‌বে এমন বেহায়া মেয়ে আছে নাকি ?

চমৎ। তুমি আর আমার সঙ্গে কথা কোয়ো না।

ঘনে। (ভীত ও অপ্রস্তুত) কেন তোমায় কি—কিছু ব'লেছি ?

চমৎ। তোমার মত এক্টরের অভিনয় দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, তা তুমি ত টাকা রাখ্‌বার লোক না জুট্‌লে থিয়েটার ক'র্‌বে না, অথচ বে না ক'র্‌লে তুমি টাকা রাখ্‌বার লোক পাবে কোত্থেকে ?

ঘনে। কেন ? যদি কেউ আমায় পোষে ? বাঁদর কি কেউ পোষে না ? তা ছাড়া কত মেয়ে লোক কুঁজো, কানা, বাওন, খোঁড়া পুষে রাখে ; তারা ভিক্ষে ক'রে যা পায়—তা থেকে তাদের খাওয়ায়।

চমৎ। আপনি নিজেকে এত ছোট করেন কেন ?

ঘনে। এই তুমি আমাকে আপনি আপনি বল - কিন্তু আমি তুমি তুমি বলি, তাই, না ?

চমৎ। অবাক ! আমি তাই ব'ল্‌ছি বুঝি ? এই পুষ্‌বে, খেতে দেবে—এই সব ব'লে নিজেকে ছোট কর কেন ?

ঘনে। তোমাকে ছাড়া কোন্ জন্মে কাকে ব'লেছি ? মামী-মা তো এখানে থাকৃতে বলে, তা—তা——

চমৎ। থাক না কেন ?

ঘনে। এমন সাজানো গোছানো ঘর, বড় লোক সব আসে, আমি একটা——

চমৎ! থাম্‌লে কেন ? তুমি একটা কি ?

ঘনে। জানোয়ার।

চমৎ। না, তুমি জানোয়ার নয়—মানুষ ; অনেক মানুষের চেয়ে বড় মানুষ।

ঘনে। বড় মানুষ, হা—হা—হা— ! মামার মেয়েটা পাগল।

চমৎ। আর তোমারি বুঝি খুব মাথা ঠিক্!

ঘনে। আমি বিচ্ছিরি পাগল, আর তুমি—

চমৎ। আমি কি?

ঘনে। সুন্দর পাগল; কিছু মনে করো না ব'লে ফেলেছি।

চমৎ। গাল দাও নি ত' তাতে দোষ কি!

ঘনে। সুন্দর ব'ল্লে তুমি রাগ করো না? তাহ'লে—খুব ব'ল্‌ব। (আবৃত্তির ভঙ্গিতে হস্তাদি বিক্ষেপ করিয়া) কে বলে সুন্দর চন্দ্র গগনের গাত্রে, সুন্দর কে বলে পদ্ম সরসী সলিলে, কে বলে শাখার শোভা ফুটন্ত গো—লা—

চমৎ। (উচ্চহাস্যে) চুপ্ চুপ্ আমি বুঝেছি, বুঝেছি।

ঘনে। ওঃ, সুন্দর ব'ল্‌তে মনে প'ড়ে গেল; তোমার জন্যে একটা জিনিস্ এনেছি——(পকেট হইতে একটী ছোট গুটানো কাগজ চমৎকারের হস্তে প্রদান করিয়া) দেখ—চমৎকার ছবি।

চমৎ। (দেখিতে দেখিতে) এ কার ছবি? যেন—(মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) অবিকল মা'র মুখ—গাছতলায় ব'সে তপস্বিনীর বেশ! মা'র এ ছবি তো আগে কখন-ও দেখি নি; তুমি এ কোথায় পেলে?

ঘনে। লীলা-মার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেছ্‌লাম না।

চমৎ। লীলা-মা?

ঘনে। লীলা-মাকে চেন না? মামার সঙ্গে অত ভাব। কারবারে লোক্‌সান হ'য়ে যাবার আগে বাবা রাজনবাবুর ম্যানেজার ছেল ত', তাই তার মেয়ে আমার লীলা-মা হ'লো না?

চমৎ। ওঃ, তা' জান্‌তুম্ না।

ঘনে। লীলা-মা বাড়ী ছেল না; সীঁড়ির নীচে কাগজটুকু প'ড়েছিল, খুলে দেখি ছবি; তোমায় দে—দে———

চমৎ। বেশ ক'রেছ; মনে থাকে যেন আমায় লুকিয়ে দিলে।

(ঘনেশ্যামের ঠোঁটের উপর একটি অঙ্গুলি রাখিয়া ইঙ্গিতাভিনয়)

হুঁ! এখন আমি ভেতরে———

ঘনে! (আত্মীয়তার আদরে) তুমি রাঁধ্‌তে জানো?

চমৎ। কেন তোমার খিদে পেয়েছে?

ঘনে। ছিধর ঠাকুর রাঁধে বেশ; কিন্তু মা ম'রে অবধি আপনার লোকের রান্না———

চমৎ। আমি আবার তোমার আপনার লোক হ'লুম কবে থেকে?

ঘনে। তা ঠিক, ভ্যাগাবণ্ডের আবার আপনার——

চমৎ। রাঁধ্‌তে জানি না জানি পরে ব'ল্‌ব। আপাততঃ আমি বাঁধ্‌তে জানি।

ঘনে। কি, কি বাঁধ্‌বে?

চমৎ। তোমার জন্যে একখানি ঘর।

ঘনে। দেশে? হা—হা—হা! তা—তা—তা—

চমৎ। এস এখন কিছু খাবে ত' এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(চৌধুরী মহাশয় ও মিঃ রায়ের প্রবেশ)

চৌধুরী। কুচ্‌ কাওয়াজ্‌ লড়্‌হাই তোপ্‌কা আওয়াজকে বিচ্‌মে জোয়ানী গুজর্‌ গয়, আব্‌ বুড্‌হে হো চলে, জরা——

রায়। একটু আরাম একটু শান্তি পেতে ইচ্ছে করেন? নিশ্চয়—নিশ্চয়; তা ছাড়া আপনি কে? কি মহান্‌! আমার প্রতি আপনার———

চৌধুরী। থাম্ পুষ্প, থাম্; তোর বাবা সংস্কৃত মমস্কৃত আমি বুঝি নি; উর্দ্দু পার্শির ভেতর একটু আধটু বর্শার খোঁচা আছে। বাংলা যেন একদম আলিগড়ের মাখন।

রায়। না না উনি যদি এ রকম সব করেন তাহ'লে এখানে থাকা…মিনি খুব সুখী হবে মনে ক'রে-ই———

চৌধুরী। বৌমা আমার পাঁকে ফোটা পদ্মফুল। বাপের-বাড়ীর মা আর জামাই-বাড়ীর মা যে কত তফাৎ তা মা লক্ষ্মী আমার জানেন না।

(মিসেস্ লাহিড়ীর প্রবেশ)

লীলা। মিষ্টার রায় একলা আছেন ত', না——

চৌধুরী। ও বেটী আমি—আমি তোর মামা। একজন "কই হ্যায় নেই" এর মধ্যে।

লীলা। ওঃ মামা, তা আপনি সব জানেন।

রায়। এনেছেন নাকি?

লীলা। হ্যাঁ, মিনি কাপড় বদ্লাতে গেছে, সেই সুযোগে———

রায়। এই দিকে আসুন;——জ্যেঠামশায়-ও আসুন।

(আবরকের অন্তরালে গমন)

(সম্মুখের দিকে একান্তে মিসেস্ পাক্ড়াশীর প্রবেশ
ও স-সঙ্গী রায়কে দেখিয়া)

পাক্। (আত্মগত) বটে! আমার দশদিকে দশটা চোখ জানো না! সেই মেয়েটা।

লীলা। (অপরান্তে) এই বেলা নিয়ে লুকিয়ে রাখুন; মিনিকে আমার জন্মে একটা পুরোনো লেসের প্যাটার্ণ খুঁজে দিতে ব'লেছি, হঠাৎ এসে পড়্বার ভয় নেই।

পাক্। অ—সর্ব্বনাশ, অ—সর্ব্বনাশ, মাথা খেয়েছে!

রায়। তুমি যেমন চতুরা সব কাজ-ই তেমনি সুন্দর।

পাক্। Wretch! পাজি! পাজি!

লীলা। এই দেখুন দিকি ছবি খান (হস্তে প্রদান করিয়া) উদাসনয়নে ঠিক শকুন্তলা যেন দুষ্মন্তের চিন্তায়—আপনি-ই সেই দুষ্মন্ত। চির জীবনের প্রণয়ের উপহার!

পাক্। এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! কি ব'ল্‌বো সভ্যতা শিখেছ নইলে ছুঁড়ীকে এখন-ই ঝেঁটিয়ে——

চৌধুরী। আমি একবার দেখি (ছবি গ্রহণ করিয়া) বাঃ, বাঃ! ক্যায়া উম্‌দা তস্‌বীর, ক্যায়া যোগ্‌না বনা! দেখোলকা কারিগর ভি হাতোকা দাঁতপর এইসে খুপসুরৎ——; (চিত্র প্রত্যর্পণ করিয়া) কিন্তু সাবধান বাবাজী, তোমার শাশুড়ী ঠাকুরুণ যেন টের না পান তা হ'লে-ই মেয়েকে ব'লে দেবেন; তোমার এই জন্মদিনে একটা——,

পাক্। অ—বুড়ো, তুমি-ও আছ এর মধ্যে! এই বয়সে এই ঘটকালী!

লীলা। এখন আমি যাই, মিনি এসে প'ড়্‌বে।

পাক্। মিনির বাবা—না না মা এসেছে, টের পাওয়াচ্ছে তোমায়।

রায়। চলুন গাড়ী র'য়েছে। আপনাকে তুলে দিয়ে আসি; কিন্তু যে সময় দেখা দেবার কথা আছে——

লীলা। কিছু ভাব্‌বেন না, আমি ঠিক হাজির হব।

(মিঃ রায় ও মিসেস্ লাহিড়ীর পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রস্থান)

পাক্। পাজীর বেহদ্দ! পাজীর বেহদ্দ! লুকিয়ে দেখাশুনো কর্‌বার কথা পর্য্যন্ত ঠিক! গোল্লায় গেছে—ছুঁড়ী গোল্লায় গেছে!

চৌধুরী। যাই আমি-ও একটু লন্‌টার (lawn) দিকে বেড়াই। বেহান্ ঠাকুরুণটী পাগল, সে বিষয় সন্দেহ নাই, তবে———

(বলিতে বলিতে পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রস্থান)

পাক্। (অগ্রসর হইয়া) ছি—ছি—ছি! কি কেলেঙ্কার! কি কেলেঙ্কার! বাড়ীর ভেতর নিজের স্ত্রী র'য়েছে—আর লুকিয়ে লুকিয়ে—এঁ্যা—এ-কি! প্রথমে দেখ্‌বামাত্রে-ই ছুঁড়ীটার ওপর আমার সন্দেহ হ'য়েছিল; কিন্তু এতটা—এতটা—এ স্বচক্ষে না দেখ্‌লে আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্ত্তুম না।

(সম্মুখ দিয়া মিনির প্রবেশ)

পাক্। (মিনির গলা জড়াইয়া) ও ডিয়ার—ও ডার্লিং—ও চাইল্ড্———!

মিনি। মা! মা!

পাক্। মিনিরে, মা রে—বুক গেল রে, বুক গেল!

মিনি। বসো মা, বসো বসো; কি হ'ল দেখি বুকে!

(মাকে লইয়া সোফায় উপবেশন করিলেন)

পাক্। সে বুক না রে, সে বুক নয়! Chest, Art, Artari.

মিনি। কোথা থেকে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে মা?

পাক্। দুঃসংবাদ কি মা, দুঃসংবাদ কি! দুর্ঘটনা—চোখে দেখেছি! তোর সর্ব্বনাশ ক'রেছি মিনি, সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

মিনি। কি কিছু ভেঙে টেঙে গেছে নাকি—জিনিস্ পত্তর—হঠাৎ——?

পাক্। ভেঙেছে রে ভেঙেছে—কপাল—তোর আমার দু'জনের-ই! Mother forehead daughter forehead একসঙ্গে together break down———

মিনি। কি হ'য়েছে মা, খুলে বল।

পাক্। যার হাতে তোমায় তুলে দিইছি গো, যার হাতে তোমায় তুলে দিইছি...এমন বদমায়েস্ চোর জোচ্চর——

মিনি। (সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া) মনে রেখো মা, মনে রেখো আমার স্বামী! মাতৃভক্তি আমায় পতিনিন্দা শুন্‌তে বাধ্য ক'র্‌তে পারে না।

পাক্। অ—বাধ্যময়ী. অ—বাধ্যময়ী! হও মা—যথাসাধ্য বাধ্য হও, আর ভক্তিতে কাজ নেই, আমায় মুক্তি দাও, আমি বিদেয় হই। বেশ ছিলুম, তারা আমার খুব take care নিতো; শিলংএ বেশ ছিলুম, আর কত ইয়ং ম্যান্——

মিনি। কে তোমায় ব'লেছে কি?

পাক্। আমি লেডী হ'য়ে,—লেডী! ছোট খাটো সতী কতী নই, লেডী! স্বচক্ষে দেখ্‌লুম্ কিনা…। তখনি সাবধান হওয়া উচিত ছিল। হ্যাট্-ই পরুক্ আর কাঁটা ধ'রে'ই খাক্, আমি গোড়াতে-ই সন্দেহ ক'রেছিলুম ওর হিঁদুয়ানীর দিকে টান আছে—।

মিনি। থাক্‌লে-ই বা; বাপের বাড়ীতে আমার ধর্ম্মের নাম-ই ছিল না।

পাক্। তাতে-ই বেঁচে গেছ্‌লুম্। যেখানে-ই ধর্ম্ম সেখানে-ই অপকর্ম্ম। তার ওপর হিঁদু! জেলের Extra Caustic দেখ গে যত চোর যত জোচ্চর মিথ্যেবাদী ডাকাত সব হিঁদু; তার নীচে মোচলমান, তার নীচে বোষ্টম। পোয়েটিক্যাল মাম্‌লায় দু'চার জন বেম্ম-ও থাক্‌তে পারে। কিন্তু বাঙালী-সাহেব একজন-ও জেলে নেই।

(চৌধুরী মহাশয়ের প্রবেশ)

চৌধুরী। সব বাইরে!

পাক্। (দণ্ডায়মান হইয়া) নিকাল যাও, নিকাল যাও।

চৌধুরী। Halt!

মিনি। কাকে কি বল মা, কাকে কি বল?

পাক্। Mean!—wretch! দুরাচার, নৃসিংহ পাঁপরকে—ও নিজে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটার সঙ্গে পুষ্পর——

চৌধুরী। রাইট-এবাউট্-টার্ণ। ভয়ানক গোল পুষ্প, ভয়ানক—

(বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান)

মিনি। কি—কি? কোন্ স্ত্রীলোক? মেয়ে কে?

পাক্। তোমার সখী গো সখী, আদরের সখী! ইস্কুলের খেলুনী।

মিনি। লীলা! লীলা ক'রেছে কি?

পাক্। লীলা যা করে তাই ক'রেছে; কেষ্ট-লীলে।

মিনি। স্পষ্ট বল মা।

পাক্। আবার কত পষ্ট ব'ল্‌বো! নষ্ট—নষ্ট—নষ্ট! আমি কি অত শত জানি, ঘরটা একটু গোছাব ব'লে আস্‌চি; দেখি কিনা ওই পার্টিসনের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেই মেয়েটা, পুষ্প আর অই বুড়ো হতভাগা—তিন জনে ফিসির ফিসির হাসি, আর—তোমার সাম্‌নে সব ব'ল্‌তে পারি নি। তারপর সেই বেহায়া পুষ্পর হাতে একখানা ছবি দিলে; ছবি পেয়ে তোমার স্বামীর যে আহ্লাদ! সে হাসি আর ধরে না—ছবিখানা বুকে মুখে ঠেকালে।

মিনি। ছবি! কার ছবি?

পাক্। আবার কার? যিনি দিলেন তাঁর নিজের। আর ঐ বুড়ো এর তলে তলে আছে; মুখপোড়া হিন্দি-ফিন্দি ক'রে খুবসুরং চেহারা টেহারা কত কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লো; ঘটকালীটা দেখ না!

মিনি। (চিন্তিতমনে) ওঃ! তাই—তাই——

পাক্। (বিনায়ে বিনায়ে) কি তাই মা, কি তাই -

মিনি। দু'তিন দিন যেন ——

পাক্। (বিনায়ে বিনায়ে) বলতো মা, বলতো।

মিনি। আমার কাছে কি যেন একটা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখ্‌ছেন; আজ-ও সকালে ব'লেছেন আমি কিছু গোপন ক'র্লে যেন রাগ ক'রো না।

পাক্। (ঐ) অঃ—অঃ—অঃ—ই—মা! তোমায় আমি মানুষ ক'রেছি, সরল লোক আমরা, অত ঘোর্ প্যাঁচ্ কি তুমি বুঝ্‌তে পার!

মিনি। আর লীলা-ও বোধ হয় আড়ালে ছবিখানা দেবে ব'লে আমাকে একটা লেশের প্যাটারনের ছুতো ক'রে ড্রয়ার গুলো খোঁজালে!

পাক্। (ঐ) তাতো জানি নি—তাতো জানি নি; উঃ! স্ত্রীলোকের স্বভাব নষ্ট হ'লে—

মিনি। লীলা! আহা, আমার আপনার বোন নেই, লীলাকে যে আমি বোনের চেয়ে-ও ভালবাসি! আর আমার স্বামী! এই যত্ন—এই স্নেহ—অমন হৃদয়বান, চির প্রফুল্ল——

পাক্। অই! প্রফুল্ল মা, প্রফুল্ল;—যেখানে-ই ফুল্‌লো সেখানে-ই মোলো।

(মিঃ রায়ের প্রবেশ)

রায়। এই যে মিনি; তোমায় খুঁজ্‌তে আমি সেই তেতালা অব্‌ধি ছুটে ছিলুম্।

মিনি। যাক্,—আর খুঁজ্‌তে হবে না। (অন্তরে অপসরণ)

রায়। কেন? কি হ'য়েছে আমার লক্ষ্মী? (মিনির নিকট গমন)

পাক্। লক্ষ্মী! এত অপমান! লক্ষ্মী! আমার মেয়ে এক রেক্ ধান্!

রায়। কেন রাগ ক'রেছ হাসি আমার?

মিনি। (অতি অভিমানে) জিজ্ঞেস্ কর আপনার মনকে। তুমি এমন—তোমায় আমি——

পাক্। যাও মা, যাও, ওপরে যাও।

মিনি। (সরোদনে) ছিঃ—ছিঃ আমার স্বামী! সবাই যার প্রশংসা করে, আমার সেই স্বামী———

(প্রস্থান)

রায়। কিছু-ই তো বুঝ্‌তে পারছি না; এর মধ্যে কি হ'ল! (মিসেস্ পাক্‌ড়াশীর প্রতি) আপনি এর কিছু বুঝিয়ে দিতে——

পাক্। বুঝিয়ে দিতে নয়, তোমার সঙ্গে আমাদের এখ্‌ন একটা বোঝাপড়া হওয়া চাই, তা না হ'লে———

রায়। মন্দ নয়; একটা হোক্ বোঝা পড়া। (নেপথ্যাভিমুখে) জ্যাঠামশাই, একবার এদিকে অনুগ্রহ ক'রে আস্‌বেন।

(চৌধুরী মশায়ের প্রবেশ)

চৌধুরী। এই যে বাবা, তোমার কাছে-ই আছি।

রায়। (মায়ের প্রতি) দেখুন, আপনার কন্যাকে বিবাহ ক'রে আমার সুখের-মাত্রা পূর্ণ হ'য়েছিল। মিনির মতন স্ত্রীকে যত যত্নে, যত সুখে, যত গৌরবের ঐশ্বর্য্যে সাজিয়ে রাখ্‌তে হয়, তার মত সঙ্গতি আমার নাই সত্য; কিন্তু চির-হাস্যময়ী মিনি আমার কোন বিষয়ে কখন-ও অসন্তোষ প্রকাশ করে নি। শান্তির ছায়ায়, স্বচ্ছলের সন্তোষে, সুখের আলাপে আমাদের সংসার-তরণী স্রোতের মুখে চ'লেছিল; আর এই বালক-স্বভাব প্রাচীন, দেবতার মত———

পাক্। উপদেবতা—উপদেবতা।

চৌধুরী। "উপ" টার ওপর ব্যানের আমার বিশেষ দৃষ্টি দেখ্‌ছি।

রায়। কিন্তু কি কুক্ষণে আজকের রাত্রি প্রভাত হ'য়েছিল! বেরোবার সময় বাধা প'ড়্‌লো,—হাঁ, যে যা বলে ব'লুক্, আজ থেকে আমি বাধা মানবো। যেই আপনি এ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেছেন, সেই

অশুভ মুহূর্ত্ত থেকে আমাদের সোনার সংসারে প্রেতের নৃত্য আরম্ভ হ'য়েছে! সারা বছরের সুখের ঘর-কন্না ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল! আপনি,—আমার বাপের চেয়ে উপকারী, হাজার হাজার টাকা দিয়ে বিদ্যে শিখিয়ে উপকারী, চৌধুরী মশায়কে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লেছিলেন। আমার ভৃত্যেরা মিত্রের মত সংসারে কাজ করে, কিছুমাত্র অপচয় হয় না, তারা আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে চাচ্ছে। সমস্ত ঘরের সাজ সরঞ্জাম যেন ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেছে, তবু আপনি মিনির মা—তাই মান্য ক'রে——

পাক্। মান্য? তোমার আবার মান্য! আমার কন্যাকে তার বাড়ীতে ব'সে অপমান!

রায়। অপমান! মিনিকে অপমান! জ্যেঠামশায় কিছু বুঝ্তে পারছেন?

চৌধুরী। আমার মানময়ী বেহান্ ঠাকরুণ যে ওজনে সাড়ে তিন মণ এ ছাড়া আমি কিছু——

পাক্। খুলে ব'ল্‌ব তবে? আমি সব দেখেছি, সব দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। আমি এখানে থাক্‌লে তো ও-সব চ'ল্‌বে না, তাই আমায় তাড়াতে চাচ্ছ।

রায়। তাড়াবার কথা কেউ বলে নি; তবে আমি একটু শান্তি ভালবাসি, গোলমাল খিচিমিচি বরদাস্ত ক'র্‌তে পারি না, কিন্তু আপনি যখন থেকে-ই এসেছেন তখন থেকে-ই——

পাক্। তোমার রীত চরিত্র বুঝ্তে পেরেছি, কেমন? আর চিনেছি সকল নষ্টের মূল ঐ বুড়ো——

চৌধুরী। ছেড়ে দিন ব্যান্, ছেড়ে দিন; আমায় না জড়িয়ে কি আপনি কোন কথা কইতে পারেন না?

পাক্। কিন্তু এখন আমি এসেছি—আর ও-সব চ'ল্‌বে না ব'লে দিচ্ছি। গেছ্‌লো—আমি না এসে প'ড়্‌লে মেয়ে আমার গিয়ে ব'সেছিল। এই ব'লে দিচ্ছি, আমি কক্ষোনো—কক্ষোনো—কক্ষোনো এখান থেকে ন'ড়্‌বো না; আর মেয়েকে ফেলে কোথা-ও যাব না। (নেপথ্যাভিমুখে) মিনি, মিনি, মা আমার!

(মিনির প্রবেশ)

মিনি। কেন মা আমার?

পাক্। শোন্—শোন্, নিজের কানে তোর মার অপমানটা শোন্; তোর বাড়ী থেকে তোর স্বামী আমায় দূর হ'য়ে যেতে ব'ল্‌ছে। তবে আয় মা, আয়, দু'টী অনাথ শিশুর মত আমরা দু'জনে বনবাসে যাই।

রায়। (সরোষে) কি মিথ্যে কথা! কি মিথ্যে কথা! আর আমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না! কখন্ আমি আপনাকে যেতে ব'লেছি?

পাক্। মার্‌তে বল্, মিনি, মার্‌তে বল্, চাবুক আন্‌তে বল্; খালি গালা-গালে আমি বেরোবো না।

মিনি। আর মাকে কেন, উনি কি ক'রেছেন? যত পার প্রবঞ্চনা আমার সঙ্গে কর, আমার জীবনে বিষ ঢেলে দাও——

রায়। কিন্তু মিন্, আমি কি প্রবঞ্চনা ক'র্‌লুম। কি বিষ ঢেলে দিলুম! আমি এমন কোন কাজ করি নি——

পাক্। কেমন মা এখন বিশ্বাস হ'ল? আমি চিরকাল ব'লি নি যে পুরুষেরা ভুলে সত্যি কথা ব'ল্‌তে জানে না। ওদের মত বিশ্বাসঘাতী আর নেই।

রায়। (সকাতরে) জগদীশ্বর! আমায় রক্ষা কর, আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

পাক্। তা কিন্তু ব'ল্‌ছি মা, পুষ্প এমন ছিল না; ঐ আধ্-খোট্টা বুড়োর সঙ্গ-দোষে-ই ——

চৌধুরী। "দাম্পত্য কলহেশ্চৈব মধ্যবর্ত্তী মারা যাওয়েৎ"

পাক্। এঁ্যা! এই বয়সে এই পাপ কাজে—ধিক্ ধিক্! ঐ শোনের নুড়িতে আলকাত্‌রা মেখো, আলকাত্‌রা মেখো।

মিনি। (চৌধুরীর প্রতি) আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।

চৌধুরী। নিশ্চয় মা। যদি-ও পাঞ্জাব অঞ্চলে লজ্জা-টজ্জার বেশী চলন নেই, তথাপি আমি লজ্জিত হ'তে প্রস্তুত আছি, যদি বেয়ান্ ঠাকরুণ কৃপা ক'রে লজ্জার কারণটা ব'লে দেন।

পাক্। আর একটা পবিত্র দিনে—নিজের জন্মদিনে—

মিনি। জন্মদিন! কার জন্মদিন?

পাক্। তাও বুঝি তোমায় বলে নি? পুষ্পর নিজের-ই জন্মদিন! আমি শুন্‌তে পেয়েছি।

রায়। (স্বগত:) এই দিলে গোল ক'রে।

মিনি। (নতমুখে) তোমার জন্মদিন! অভাগীর শুভইচ্ছা যদি তোমার অগ্রাহ্য না হয় তা হ'লে শত সুখের এইরূপ শুভদিন তোমার জীবন পুলকিত করুক্। দাসীর এই কামনা।

(মিসেস্ লাহিড়ী ও ভাদুড়ীর প্রবেশ)

লীলা। কেমন ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হইছি ত'? আর এই লঙ্কা ফুলের মধুর বোতলটিকে-ও গেটের কাছে পেলুম।

পাক্। সেই পাপ! সেই পাপ! আয় মা আয়, পালিয়ে আয় এ নরক থেকে। চল্ রাম লক্ষ্মণের মত আমরা দু'জনে বনে চ'লে যাই।

(মিনি ও মিসেস্ পাকড়াশীর প্রস্থান)

চৌধুরী। (চেয়ারে বসিয়া) হনুমান কিন্তু আপাততঃ কিষ্কিন্ধ্যাতে-ই রইলেন।

রায়। না—একটা কাণ্ড ঘটালে! কি হ'য়েছে, মিনিকে এখুনি ভাল ক'রে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে-ই হবে।

(মিঃ রায়ের প্রস্থান)

লীলা। কি হ'ল কি? আমাদের দেখে উনি মিনিকে অমন ক'রে টেনে নিয়ে চ'লে গেলেন কেন? নিশ্চয়-ই কোন একটা কাণ্ড——

ভাদুড়ী। আর কি কাণ্ড! তুব্‌ড়ী ফুটেছে।

লীলা। তুব্‌ড়ী?

ভাদুড়ী। এই কেউ কেউ আগে থাকেন থুব্‌ড়ী তার পর বিয়ে হ'লে-ই তুব্‌ড়ী; কোত্থেকে উড়ে এসে একটা আগুনের ফুল্‌কি লাগার অপেক্ষা।

লীলা। নারী-নিন্দায় কি আপনার এত আনন্দ?

চৌধুরী। নিন্দা নয় মা, নিন্দা নয়; তুব্‌ড়ী না হ'লে কি দেওয়ালীর মজা জমে? যেমন আগুন ছোটে তেমনি ফুল-ও কাটে। (পকেট-ঘড়ি দেখিয়া) ওঃ, আমার যে আফিং খাবার সময় হ'য়ে গেছে।

(চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্থান)

ভাদুড়ী। (পশ্চাতে যাইতে যাইতে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার-ও—আমার-ও—আমি-ও যাব—আমি-ও যাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কোথায় যাচ্ছেন, আপনার আবার কিসের সময় হ'ল?

ভাদুড়ী। এই—এই আফিং খাবার।

লীলা। আফিং?

ভাদুড়ী। সত্য, আমি তো আফিং খাই না—একটু পেঁপে খাবার—পেঁপে—না না - বেল, বেল—

লীলা। আমি আছি ব'লে এখান থেকে পালাতে চাচ্ছেন বোধ হয় ?

ভাদুড়ী। না না শ্রীধরকে ব'লে এসেছি চুলটা ছাঁট্‌বো—তাই, তাই——

লীলা। (সহাস্যে) শ্রীধর ঠাকুর চুল ছাঁট্‌বে! বসুন ত' চুপ ক'রে ঐ সোফায়।

ভাদুড়ী। তা—তা—এখন ব'সে—যাই একবার পুষ্পকে——

লীলা। বসুন ব'ল্‌ছি।

ভাদুড়ী। (স্বগত) সেই তেজ-ভরা চোখ্, হুকুম মাখানো আঙুল।

(সোফায় উপবেশন)

লীলা। আপনার কি হ'য়েছে বলুন তো !

ভাদুড়ী। এই—এই ইনফ্লুয়েঞ্জা, না না. Infantile Liver—

লীলা। না, আপনার হ'য়েছে Jaundice—নেবা।

ভাদুড়ী। এ-নেবায় আমার শূন্য ঘরে সোনার রং মাখিয়ে দেয় !

লীলা। যক্ষের চক্ষে সোনা-ই সর্ব্বস্ব; ঘরে ঘরণী না থাক্‌লে কি লক্ষ্মী-শ্রী হয় ?

ভাদুড়ী। লক্ষ্মী-ও যত ঝক্কি-ও তত,—তার ওপর এই ঝগ্‌ড়া ঝাঁটী—ভাবনা চিন্তা—

লীলা। স্নেহের সান্ত্বনা, যত্নের মাধুর্য্য, প্রেমের ঐশ্বর্য্য—

ভাদুড়ী। ছেলে পুলের গোল——

লীলা। ফুটন্ত ফুল ভরা কোল। ও সব পাগ্‌লামী ছেড়ে বিবাহ করুন, সুখী হোন্।

ভাদুড়ী। বিবাহ—আবার—তোমার মুখে !

লীলা। হ্যাঁ আমার মুখে। বাবার এত-ই কি দোষ ! কেন আপনি কলেজ ছেড়ে দিলেন ?

ভাদুড়ী। দেশের জন্যে, সে একটা মনের আবেগ,—impulse !

লীলা। Impulse আবেগ টাবেগ গুলো কি আপনার একচেটে ? অভিমান ক'রে-ই তো বাবা আমার অন্যত্র বিবাহ দিয়েছিলেন।

ভাদুড়ী। (স্বগত) পালা, পালা জটে, নইলে বামুনের ছেলে এখুনি মারা প'ড়্‌বি দেখ্‌ছি— (প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে? না অনুমতি নিয়ে একজন লেডীর কাছ থেকে——

ভাদুড়ী। এই চুলটা ছেঁটে—না না তামাকটা খেয়ে—এই পুষ্পকে একটা কথা ব'লে আস্‌ছি, আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

লীলা। অভিমান—বড় ব্যথা—একলা-ই কি ওঁর !—

গীত।

সে যে ব্যথা পেয়ে কোথা, হ'য়েছে কেমন !
সরস হৃদয় শুখায়ে অমন ॥
কে বুঝি বুঝিয়ে নিজ স্বার্থ,
ভালবাসা গো ক'রেছে ব্যর্থ,
হতাশায় তাই, কুয়াশায় ঘেরা মন ॥
তাই, হেম-প্রেম-তীর্থ-বাসী,
আহা, হেন হ'য়েছে উদাসী,
নারী নামে যেন অতি জ্বালাতন ;—
মনে ওঠে সদা কথা পুরাতন—
কথা পুরাতন ॥ (প্রস্থান)

(চমৎকারের প্রবেশ)

চমৎ। কি সুন্দর ছবিখানি! মাকে যে লুকিয়ে দেখাব এর আর সুযোগ পাচ্ছি না। মাগো, কি গণ্ডগোল চ'ল্‌ছে এই বাড়ীতে বুড়ী এসে অবধি। এ সাজন-গোজন জাঁক-জমক — কিছুনা কিছুনা! এই বিদ্যের বড়াই, বিষয়ের লড়াই, শিক্ষা, সভ্যতা, রূপের গর্ব্ব সব মিছে—মিছে! দূর পাড়াগাঁয়ে একখানি চালা; উঠোনে একটা বক, স'জ্‌নে শিউলি, গোটাকতক কেষ্টকলি, দোবুটি; মাচায় লাউ, পুঁই, সীম;—আর একজন আমার জন্যে খাটে আমি তার জন্যে খাটি — কে জানে সে কেমন! আশ্চর্য্য মানুষ এই ঘ—মার ভাগ্নেটী——

গীত।

নাহি বিদ্যা—নাহি দর্প;
মাটী চাটে—নহে সর্প;
নাহি শিরে বুদ্ধি,
হৃদে আছে শুদ্ধি;
নাহি ধন রত্ন, জানে স্নেহ যত্ন
সরল তরল প্রাণ।
কণ্টকে লুকানো কেতকী কুসুম
সুখালে সুঘ্রাণ॥
কৃপার আদরে
হাসি সে অধরে;
হৃদয়-আধারে সারা ধরণী নিদ্রাণ,—
নিজে হেসে পায় উপহাসে পরিত্রাণ॥

জন্ম তো আমার ভদ্রবংশে; তবে ছেলে বেলা মা বাপ হারিয়ে অনাথিনী —দাসী! ইস্ দাসী কিসের! আমি মার, অমন সোনার মা'র মেয়ে!

(চৌধুরী মহাশয়ের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

একি কা'র কাল মেয়ে ধেয়ে এসে নাচে অই রণে।
আলু থালু বসনা, লক্‌লক্ রসনা,
করে রণ ঘোষনা ঘন গরজনে॥
করে অসি ঝল্‌মল
ধরণী টল মল
হেরে দানব মানব সভয়ে ধূসর-বরণে॥

চমৎ। পায়ে পড়ি মশাই, ও-গানে ক্ষান্ত দিন! যে রণ বেধেছে, তার ওপর আর রণ-রঙ্গিণীকে ডেকে —

চৌধুরী। তাই ব'ল্‌ছিলুম চমৎচম্, চল্ এই দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে আমরা দু'জনে স'রে পড়ি।

(সুরে) আয়ীহো সিপাহীন
ছোড় কে দম্ দম্।
কোঠী যে কেজিয়া
চলে হো রম্ রম্
আও মেরি চম্ চম্ মেরী চম্ চম্।
বাজায়ে পাঁয়জর চলো ঝম্ ঝম্॥

চমং। (সুরে) ওৎ পেতে ব'সে আছে যেথা নিজে যম।
কলেরা কালাজ্বর ম্যালেরিয়া মনোরম॥

চৌধুরী। বালাই বালাই; আমার ডবল পরমায়ু তোমার হ'ক। আর যমের—তার তো চাকরী যায়-যায়।

চমং। কি রকম?

চৌধুরী। লেখা পড়া শিখে-ও এ জান না? দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হ'চ্ছে যে রকম তা'তে আর যমকে যক্ষ্মা, জ্বর, বিকার, বাত, পক্ষাঘাত নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। দুধ ঘি খেতে খেতে-ই মানুষের পুষ্ট দেহে কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা; আর বাকী যারা থাক্‌বে তাদের জন্যে বারুদ আছে বিদ্যুৎ আছে, গ্যাস্ বিষ, কলের বয়লার, মোটরের চাকা——

চমং। থামুন। আচ্ছা, আপনি এ বাবুর ভাগ্নেটীকে ভাল ক'রে জানেন?

চৌধুরী। জানি না! বাদ্‌শাকে কে না চেনে!

চমং। বাদ্‌শা?

চৌধুরী। আরে বহিন্, আমি যে ঘনুকে বাদ্‌শা বলি; দুনিয়ার দুঃখে যার দৃক্‌পাত নেই সে বাদ্‌শা নয় তো বাদ্‌শা কে!

চমং। ঠিক্ ব'লেছেন।

চৌধুরী। ঠিক্! ব্যাপারটা কি? ওর দিকে একটু দৃক্‌পাত হ'য়েছে নাকি?

চমং। (ব্রীড়া-সহকারে) যান।

চৌধুরী। রূপের ডালি তুমি চমি,——আর ঐ মূর্ত্তি!

চমং। তা'তে-ও প্রাণে ছাঁকা ফূর্ত্তি

চৌধুরী। (একদৃষ্টে চমির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) চম্—মেরা চম্‌চম্;—আগ্রেকা রংমহলকা উজ্‌লা গওহর! সাধে কি তোমায় আমি পছন্দ ক'রেছি!

চমৎ। আপনি ওঁকে ভাল বলেন ?

চৌধুরী। ভাল ! ঐ বানরটাকে যদি তুমি মানুষ ক'র্‌তে পার——

চমৎ। না ;—মানুষ কি ? দেবতার সেবা আমার সাধ।

চৌধুরী। সম্ভব। শুনিছি যারা শ্রীক্ষেত্র তীর্থে যায় তারা জগন্নাথের চাঁদ মুখ দেখে—

চমৎ। আর আপনাকে আমি কি ব'লে দেখি জানেন ?

চৌধুরী। পূর্ব্বজন্মের সখের খান্‌সামা।

চমৎ। না। একটী সোনার খোকা, সোনার খোকা ; আর আমি—বুড়ী ঠানদিদি। (পলায়ন)

চৌধুরী। **(সুরে) উড়ে গেল পাখী**

কি তার সোনার ডানা দু'খানি।

চমৎকার তো চমৎকার ! কোন্ লক্ষ্মীর ঘর, কোন্ পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপ, কোন্ কবির মুখে, সুরসিকের বুকে এই দুঃখের কুহুকে গড়া আস্‌মান তারাটী আলো ঢাল্‌তে না পারে !

(মেসাস রায় ও ভাদুড়ীর প্রবেশ)

রায়। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! এই ভালবাসা ! এই অনুরাগ ! নিজে গিয়ে এত ডাকাডাকি ক'র্‌লুম একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না।

ভাদুড়ী। আচ্ছা তুমি তো পাল্লে না ; আমি একবার চেষ্টা ক'রে মিসেস্ রায়কে আলাদা ডেকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ব ?

রায়। দেখ...তোমার মানটা যদি রাখেন।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। আঃ—মেরা হিসাব কৌড়ি——

রায়। যা—যা এখন এখান থেকে।

বেহারা। মেম্ ঘর্‌সে চিঠি আয়া।

রায়। বিরক্ত করিস্ নি ব'লছি!

ভাদুড়ী। রোসো—রোসো;—এই বেহারা, মাজিকো—আপ্‌নে মেম সাহেবকো, সামঝা?

বেহারা। আরে মা তো' বাঁড় ভাগা—-

ভাদুড়ী। যাও, আয়াকো কহো, মাকে সেলাম দে, ভাদুড়ী সাহেবকা নাম।

বেহারা। হাম্‌কো চোর কহ্‌তা—কালকাত্তা সহরমে আয়া ছাপড়াসে চোরি কর্‌নে লিয়ে?

রায়। যাও, সাহেব যো বোলা, করো।

বেহারা। সাহেব কা বোলে কা বোলে——

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

রায়। সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন!

ভাদুড়ী। বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি brother, বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তি!

রায়। পতিতের ওপর আর পদাঘাত করো না জটীল!

ভাদুড়ী। জটীলের নিজের জটে-ই দেখ্‌ছি টান পড়ে পড়ে হ'য়েছে তা আর পরকে ব'ল্‌বে কি!

চৌধুরী। আমার কোন কথা বলা উচিত নয় তাই এতদিন বলি নি; কিন্তু জটীল, এদিকে এত বুদ্ধিমান এত চতুর আর লীলাকে চিন্তে পাচ্ছো না? এদিকে এস, ভিতরে একটু যাই আমরা!

(ভাদুড়ী, রায় ও চৌধুরী মহাশয়দের আবরকের অভ্যন্তরস্থ গৃহে গমন, সম্মুখে মিনি ও চমৎকারের প্রবেশ)

মিনি। (ছবি দেখিতে দেখিতে) হ্যাঁ—তা—এ আমার-ই মুখ। ফটো পেলে কোথা? নেগেটিভ্ ত' সব আমার-ই কাছে।

চমৎ। কি সুন্দর মা, কি সুন্দর! গাছের বাকলের কাপড়ে, পদ্মের ডাঁটার বালায়, রূপ কি এত বেশী খোলে? এ রকম ক'রে তুমি একদিন সাজ্‌বে মা?

মিনি। আমার সাজ গোজ সব ফুরিয়ে গেছে চমি, সব ফুরিয়েছে মা!—এ ছবি তোমার কাছে এল কোথেকে?

চমৎ। একজন দিয়েছে।

মিনি। একজন?

চমৎ। এই—এই—আপনার সেই——

(ভাদুড়ী ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া)

ভাদুড়ী। এই যে আপনি এসেছেন?

মিনি। আপনি ডেকেছেন ব'লে-ই——

ভাদুড়ী। আমি অনুগ্রহ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর একটু অনুগ্রহ ক'রে যদি এই গোলযোগের কারণগুলো আমার কাছে প্রকাশ করেন;—দু'জনে-ই আপনারা আমায় বন্ধু ব'লে সম্মানিত করেন, তাই এতটা স্পর্দ্ধা ক'র্‌ছি।

মিনি। আপনার বন্ধুকে-ই জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে সব জান্‌তে পার্ব্বেন।

ভাদুড়ী। তা হ'লে-ই ত' মুস্কিল। আপনি ব'ল্‌ছেন তাকে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে;—পুষ্প বলে আমি কিছু-ই জানি না।

রায়। (অগ্রসর হইয়া) কিছু না—কিছু না—কিছু না।

ভাদুড়ী। এই দেখুন, আপনি-ও ব'ল্‌বেন না, ইনি-ও বলেন কিছু জানি না;——

রায়। জানেন সব ওঁর মা,—জননী—জননী!

মিনি। আর কেন? তোমার ভালবাসায় ত' বঞ্চিত ক'রেছ, মা'র একটু ভালবাসা আছে—তা থেকে-ও—। সব মিথ্যে মনে ক'র্‌তে পার্‌তুম কার-ও চুকলী শুন্‌তুম না; কিন্তু সেই ছবি—ছবি——

রায়। ছবি ?

মিনি। চ'মকে উঠলে যে ? কোন ছবি তুমি হাতে ক'রে নাও নি ?

রায়। নিশ্চয় নিয়েছি।

মিনি। চির প্রণয়ের উপহার ব'লে, মিসেস্ লীলা লাহিড়ী তোমায় আজ একখানি ছবি দেয় নি ?

রায়। দিয়েছে-ই তো।

মিনি। উঃ কি লজ্জা, কি লজ্জা! নিজের মুখে স্বীকার ক'র্‌ছ!

রায়। স্বীকার যে এখুনি তুমি করালে; নইলে আমি তো মনে ক'রে রেখেছিলুম,—জটীলের সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে পরামর্শ-ই ক'রে রেখেছিলুম, যে আজ ডিনারের সময় আমার জন্মদিনের উপহার ব'লে সেখানি তোমার হাতে দোবো।

মিনি। আমার হাতে! সেই ছবি! তার ছবি!

রায়। কার ছবি ?

মিনি। ওঃ! আমায় আর-ও অপমান ক'র্‌তে চাও ? নামটা মুখ দিয়ে বলাবে! লীলার—লীলার—লীলার——

চৌধুরী। (উচ্চ হাস্য) হোঃ—হোঃ—হোঃ! জটে জটে ওরে হাস ছোঁড়া হাস, সেক্ হ্যাণ্ড। (ভাদুড়ী, রায় ও চৌধুরী মহাশয়ের আনন্দে উচ্চ হাস্য)

মিনি। হা লজ্জা! হা অপমান! একি ক'র্‌লে ঈশ্বর! মা—মা——

(মিসেস্ পাক্‌ড়াশীর প্রবেশ)

পাক্। কেন মা ? কেন মা ?

মিনি। সেই ছবি—সেই ছবি—

পাক্। ধরা প'ড়েছে ? হাতে নাতে ধ'রেছ ?

মিনি। মাগো—(মাকে গলবেষ্টনে ধারণ ও হস্ত হইতে ছবি পতন)

চৌধুরী। (কুড়াইয়া লইয়া দেখিয়া) বাঃ বাঃ এ যে আর একখানা! কাগজে আঁকা! এ ছবি তোমার হাতে কোত্থেকে এল বৌমা?

পাক্। যেথা থেকে আসুক্। পোড়া কপালে এ জন্মে তো ক'নে জুটল না—স্ত্রীর এক্তার বুঝ্‌বে কি? মিনির সম্পূর্ণ অধিকার আছে, স্বামীর বাক্স খুলে লুকিয়ে যখন যা ইচ্ছে তাই নেবে।

চৌধুরী। কে তা মানা ক'র্‌ছে ঠাক্‌রুণ! বৌমার ঘর—বৌমার সংসার—বৌমার-ই সব।

মিনি। চমি, তুমি এ ছবি কোত্থেকে পেলে?

পাক্। ওঃ! উনি-ও এর ভেতর আছেন বুঝি? কেমন মা, মেয়ের মত মেয়ে পেয়েছ ত'?—ব'লেছিলুম্।

চমৎ। (সভয় করুণ কণ্ঠে) এই ছবি নিয়ে-ই এত গোল! এমন জান্‌লে কি আমি নিতুম্—না মার হাতে দিতুম্। সেই মুখ্যুটা——

(ঘনেশ্যামের প্রবেশ)

ঘনে। এ—নিজ্জস্ আমি। যখনি ব'ল্‌ছ মুখ্যুটা——

চৌধুরী। আরে বাদ্‌শা কখন এলি?

ঘনে। Long ago;—Come—go। সেই সকাল থেকে-ই—প্রণাম হই দাদামশাই। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পরে উঠিয়া) লীলা-মা'র বাড়ী গেছ্‌লান-——

(মিসেস্ লাহিড়ীর প্রবেশ)

লীলা। হ্যাঁ শুন্‌লুম্;—আমি বাড়ী ছিলুম না। মিনির সঙ্গে ——

মিনি। কেন আর এ অভাগীর নাম মুখে আন্‌ছ লীলা! তোমার এ সৌভাগ্যের সময়——

লীলা। এখন-ও হয় নি মিনি, এখন-ও হয়নি—সৌভাগ্য ঐ ওখানে দাঁড়িয়ে এক একবার উঁকি মার্‌ছেন আর মেঘের আড়ালে যাচ্ছেন।

মিনি। সৌভাগ্যের বাকী কি মিসেস্ লাহিড়ী—না না মিসেস্—ছবি দেওয়া টেওয়া——

লীলা। মিঃ রায়, তবে আপনি সব ব'লে দিয়েছেন?

রায়। তবে দেখ্‌ছি যত গোল সেই ছবি নিয়ে—

ঘনে। গোল! ছবি নিয়ে গোল! মামা, চমৎকারের কোন দোষ নেই, ও বেচারী কিছু জানে না। আমি চোর—হ্যাঁ চোর—one thief life; whole জীবনে একটা চুরি ক'রেছি...ব'লে ফেল্লুম।

রায়। এ ঘনাটা কি বলে?

ভাদুড়ী। চোর! কি তুমি ব'লছ?

চৌধুরী। বাদ্‌শা! কোথায় কি চুরি ক'রেছ brother?

ঘনে। ঠিক চুরি নয়; criminal misaprobation—না ব'লে অপহরণ। সিঁড়ির নীচে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে না নিলে কেউ মাড়িয়ে যেত, না হয় বাতাসে উড়ে যেত। এতে জেলে দিতে হয় দিন। তা হ'লে চমৎকার, বুঝেছ থিয়েটারওলার দলে না নেয়, মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্‌সিলে একটা চাকরী——

চৌধুরী। হ্যাঁ বাদ্‌শা তুমি কি কার-ও ছবি সত্যি চুরি ক'রেছ নাকি?

ঘনে। তাইতো ব'ল্লুম criminal mispurforation! একটা মাদী সন্ন্যাসীর এতটুকু ছবি, লীলা মা'র সিঁড়ির নীচে———

লীলা। Oh dear! তাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আইভরির ওপর আঁক্‌বার আগে আমি একখানি কাগজে একটা স্কেচ্ ক'রেছিলুম্ সেইটী-ই কি রকম ক'রে বুঝি উড়ে টুড়ে গিয়ে নীচে প'ড়েছিল, আর তুমি———

ঘনে। টুক্‌টুকে ছবি ব'লে মামীর মেয়েকে দিছ্‌লাম; আমার আর দেবার কি আছে! এই নিয়ে কিনা এঁরা এই বেচারীকে চোর-টোর বলে—দিদিমা, you are গুরুজন নইলে fie fie বল্‌তাম্।

লীলা। কই দেখি মামা, ছবিখানি (চিত্র লইয়া) হ্যাঁ মিনি, ছবির জন্যে রাগ ক'রেছ? মিঃ রায় তুমি শকুন্তলার মত সাজ্‌লে কি রকম দেখায় তাই আঁক্‌তে ব'লেছিলেন ব'লে এঁকেছি—এতে দোষ কি?

মিনি। মিঃ রায় আমার ছবি আঁক্‌তে বলে'ছিলেন।

চৌধুরী। নইলে কি মা ঘনেশ্যামের?

ঘনে। দাদামশাই very good; আমার ছবি একেবারে কমিক্! —ঘন-ঘন করতালি!

রায়। আমার জন্মদিনে দু'চার জন বন্ধু মিলে তোমার টেবিলে ব'সে খাব আর তোমার একখানি ভাল ছবি তোমায় উপহার দেবো, সেটা কি এত-ই আশ্চর্য্যের কথা?

মিনি। (কাতর হতাশে) না, কি ক'ল্লে! কি ক'ল্লে! আমার কি ক'ল্লে! কেন আমায় এত ছোট ক'রে দিলে?

রায়। (বুকের পকেট হইতে আইভরির মিনিয়েচার বাহির করিয়া মিনির হস্তে দিতে দিতে) আমার হাত থেকে পাচ্ছ ব'লে নিতে যদি ঘৃণা না হয়——

মিনি। (স্বামীর হস্ত হইতে চিত্রফলক লইয়া দেখিতে দেখিতে রায়ের প্রতি) তুমি আমায় এখন-ও কিছু ব'ল্‌ছ না?

রায়। ব'ল্‌ব। তবে তা'র আগে মিসেস্ পাক্‌ড়াশীকে আমি সসম্মানে ব'ল্‌তে——

চৌধুরী। অনধিকার প্রবেশ পুষ্প, অনধিকার প্রবেশ। এ কমসরিয়েট ডিপার্টমেন্ট্; কুচ্ কাওয়াজ্ লড়াইয়ে রসদ বেটে বেটে এই সঞ্জীব চৌধুরী বুড়ো হ'য়ে গেছে। বেয়ানের সঙ্গে যা বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হয় তা আমি-ই ক'র্‌ছি। আসুন ব্যান্, একবার আমার সঙ্গে।

পাক্। তোমার সঙ্গে! তুমি কে?

মিনি। এই সংসারের মঙ্গল-ঘট না! মঙ্গল-ঘট!

ভাদুড়ী। সারল্যের চিত্রপট।

ঘনে। দুনিয়া—don't care not।

মিনি। তবে জ্যাঠামশাই উনি আমার না, আর বেশী কিছু ব'ল্‌ব না।

চৌধুরী। সেই জন্যে-ই তো আর-ও নিকট সম্পর্ক কর্‌বার ইচ্ছে ছিল; তবে তোমার ঐ চমৎকার মেয়েটীকে কথা দিয়ে ফেলেছি——

চমৎ। এঁ্যা তা বই কি!

চৌধুরী। আসুন ব্যান্‌, আসুন; ছেলে পুলেরা আপনা আপনি দুটো কথা কইবে আমি তুমি কেন এখানে, আসুন।

(মিসেস্ পাক্‌ড়াশী ও চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্থান এবং মিনির হস্ত ধারণ করিয়া মিঃ রায়ের পশ্চাৎ দিকে গমন)

চমৎ। (ঘনেশ্যামের প্রতি) এই যে ধুতি-টুতি প'রেছেন।

ঘনে। হার ম্যাজিষ্টির হুকুম। আমি প্রজাতন্ত্র—Demonocrecy মানি বটে; কিন্তু বুঝেছি একটা হার ম্যাজিষ্টি না থাক্‌লে ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়।

চমৎ। ভূতের না চোরের? তুমি সবার সাম্‌নে আপনাকে চোর ব'লে স্বীকার ক'রেছ, তোমার সঙ্গে———

ঘনে। ওরা কেন তোমায় চোর ব'ল্‌বে?

চমৎ। তা'তে তোমার কি!—যাও—

(প্রস্থান)

ঘনে। (পশ্চাৎ যাইতে যাইতে) শোন শোন—

(প্রস্থান)

লীলা। (একান্তে) এক কথায় ব'লে দিলুম বুদ্ধি থাকে বুঝে নিতে পার।

ভাদুড়ী। হাঁ—তা—তা বটে, তোমার কোথা-ও কোন-ও বালাই নেই।

লীলা। বাঃ আমার মামা!

ভাদুড়ী। মামা তো আর মাম্মা নয়।

রায়। (মিনির সহিত সম্মুখে আসিতে আসিতে) বড় বিষ জেলাসী, বড় বিষ। মিনি, স্ত্রীলোকের মনে একবার সন্দেহ ঢুক্‌লে—

মিনি। আর বলো না, তোমার মুখপানে চাইতে আমার লজ্জা ক'র্‌ছে।

রায়। তাই ব'লে বুঝি আমায় আর-ও খানিকটা সাজা দিতে চাও?

ভাদুড়ী। গেল সব মিটে সিটে?

লীলা। আপনি উপস্থিত থাকতে মধু নিংড়ে নিলে-ও একটু সিটে থেকে যায়।

ভাদুড়ী। বলুন—বলুন; যার জন্যে ওকালতী কর্‌বার লোক নেই তা'কে সবাই সব ব'ল্‌তে পারে।

রায়। না ভট্, ঝড়ের পর আকাশ আর-ও পরিষ্কার হয়। এখন আমার হৃদয়ে———

লীলা। মিনি-চন্দ্র উদয়ে——

ভাদুড়ী। ব'ল্‌তে হ'চ্ছে প'ড়ে দায়ে—বিবাহিত জীবন সুখময়—সুখময়!

লীলা। যদি মিষ্টি-মুখে বউ কথা কয়——বউ কথা কয়!

ভাদুড়ী। তাই ব'ল্‌তে হয়, নারীর জয়—নারীর জয়!

লীলা। কেমন হার?

ভাদুড়ী। হার জিৎ তো সমানে সমানে; অপরাধীর হাতে হাত-কড়ি লাগাতে হয়।

লীলা। আর মিনির উচিত মিঃ রায়কে বলা——

গীত।

মিনি। তোমার এ প্রিয়তমা
কি ব'লে চাহিবে ক্ষমা,
সরমে মাটীতে মন মিশাইতে চায়।

রায়। আমার যে মনোরমা,
নারীমাঝে নিরুপমা,
"ক্ষমা" কথা তার মুখে শোভা নাহি পায়॥

মিনি। নিজের নাসিকা বন্ধ,
চন্দনে ক'রেছি সন্দ,
ব'লেছি মনের দোষে মন্দ গন্ধ হায়।

রায়। শুষ্ক কাষ্ঠে মিষ্ট বাস,
ঘরষনে সুপ্রকাশ,
পাষাণে পেষণে, পরীক্ষা ক'রেছ তায়॥

লীলা। সে তো সব বেশ কথা,
ছিনু লতা ভূমিগতা
আপনার দোষে শেষে ঘটানু কি দায়।

ভাদুড়ী। বেয়াড়া ছোঁড়ার এক বেড়ী দিয়ে পায়॥

চমৎ। (প্রবেশ করিতে করিতে)

যোথা ছিল সাদা জুড়ী,
না ক'রে মা মুখ ঝুড়ী,—
হ'য়েছেন বাড়ী থেকে শাশুড়ী বিদায়;—
মাসে মাসে মাসোহারা কারে না হাসায়।

চৌধুরী। (প্রবেশ করিতে করিতে)

মিটাইয়া দেছে সেটা এ জ্যাঠামশায়॥

ব্রজ। (প্রবেশ করিতে করিতে)

সেজিয়ে দে ম্যাজ্ কুরুচি
হাজির আছে বাবুর্চ্চি—
মর্জ্জি হ'লে আইসে বইসেন খানায়।

শ্রীধর। (প্রবেশ করিতে করিতে)

পলান্ন প্রস্তুত হলা জীব মু বসায়।

বেহারা। হিসাব কৌড়ি মিল গয়া,
ভয়া নকরী বজায়॥

ঘনে। (প্রবেশ করিতে করিতে)

এই ঘনেশ বাঁদরে,
যদি কেউ আদরে,

চমৎ। বাঁধিয়ে রাঁধিয়ে সেধে সোহাগে খাওয়ায়।

ঘনে। ওরে, তারে আর কেরে পায়,

আর কেরে পায়

ঝি। (প্রবেশ করিতে করিতে)

মিটেছে সকল ল্যাঠা, মিটেছে সকল ল্যাঠা,
বড় মিষ্টি এই জ্যাঠা, বড় মিষ্টি এই জ্যাঠা,
পূজো মেনে বেহানেরে তুষ্টু ক'রে "মায়"।
শুদ্ধু ক'ল্লেন অষুধ দিয়ে সবার গায়ের ঘায়,
আহা, ঘেঁটু যায় খোস্ পালায়—
ঘেঁটু যায় খোস্ পালায় ॥

(যবনিকা)

এই দৃশ্যলীলার উত্তরচিত্রে পটস্থাপনা পুস্তকে মুদ্রিত প্রণালীমত না হইয়া এই ভাবে, যথা :—মিঃ রায়ের বাটীর নিম্নতলস্থ পুস্তকাগার (Library); তথা হইতে ভোজনাগার বা dining roomএর অভ্যন্তর দৃশ্যমান্।